জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সুপ্রিম ভর্ৎসনা

দিল্লির পরিস্থিতি নির্ভয়া-কাণ্ড মনে করাচ্ছে। প্রশাসন ও সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ সুপ্রিম কোর্ট। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে একাধিক গণধর্ষণ রাজধানীতে। এই পরিস্থিতিতে স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ শীর্ষ আদালতের

বাড়বে অস্বস্তি

কেটেছে দুর্যোগের ভ্রুকুটি। আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে গরম সামান্য বাড়বে। তবে মহালয়া থেকে চতুর্থী পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘের থেকে বৃষ্টিপাত হতে পারে

গদ্দার-ভোটচোর জ্ঞানেশ বাড়ির গেটে লিখে প্রতিবাদ

প্রতিশ্রুতি রাখেনি সরকার পথে আইসিটি শিক্ষকরা

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১১৯ • ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ • ১১ আশ্বিন ১৪৩৩ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 119 • JAGO BANGLA • MONDAY • 29 SEPTEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

পরপর তিন ধাক্কায় টালমাটাল বেইমান-বিজেপি-কমিশন

প্রতীক জট কাটান দ্রুত সময় নষ্ট করা চলবে না

প্রতিবেদন : অযথা সময় নষ্ট নয়। তিন মাসের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের 'জোড়া ফুল' প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। সোমবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। অর্থাৎ এদিন দেশের শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনকে কার্যত ঠারে-ঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে অযথা ঘুমিয়ে থেকে সময় নষ্ট করলে চলবে না, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে সকলের বক্তব্য শোনার কাজ শেষ করতেই হবে কমিশনকে এবং তিন মাসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই তৃণমূলের নাম এবং প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। এদিন শুনানিতে দলের আইনজীবী কপিল সিবাল এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে আদালতে আর্জি জানান। কমিশনের কাছে দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে কি না, জানতে চায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল তাতে সম্মতিসূচক উত্তর দিলেও গদ্দারদের তরফে আইনজীবী মুকুল রোহতগি কমিশনের কাছে বক্তব্য জানানোর জন্য ছ'সপ্তাহ সময় চান। তখন আদালত কড়া ভাষায় জানিয়ে দেয়, চার সপ্তাহ অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে সকলের বক্তব্য শোনার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে কমিশনকে। ১৭ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়, আপাতত দলের নাম হিসেবে 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' এবং প্রতীক জোড়াফুল 'ফ্রিজ' করছে তারা। তার বিরুদ্ধে সে-সময় গর্জে উঠেছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্তকে একটি অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত বলে নেত্রী বলেছিলেন— মধ্যরাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রতীক এবং দলের নাম 'ফ্রিজ' হওয়ার পর কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যান নেত্রী। সংশ্লিষ্ট মামলায় যুক্ত করা হয় গদ্দারদের। নেত্রীর তরফ থেকে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান আইনজীবী কপিল সিবাল, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা।

কমিশনকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ নিয়ে আইনজীবী, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতে এসেছিলাম সেটা পূর্ণ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে বুঝিয়ে দিয়েছে— বসে থাকলে হবে না, দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে।

এদিন এ-প্রসঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আইনের বিষয়টি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা দেখছেন। তবে প্রতীক আমাদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি। এই প্রতীক নেত্রী মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেন ঘাসের উপর জোড়া ফুল, তা নেত্রীরই ভাবনা। ফলে প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গোটা দেশ, রাজ্যের মানুষ জানে ঘাসের উপর জোড়া ফুল প্রতীক মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি কিছু গদ্দার নিয়ে বি টিম তৈরি করে একটা জটিলতা তৈরি (এরপর ৬ পাতায়)

সাংবাদিক বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০ বিদ্রোহী বিধায়ককে নিয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত নিন

প্রতিবেদন : রাজ্যের ১০ জন গদ্দার বিধায়কের বিরুদ্ধে ডিসকোয়ালিফিকেশনের (পদ খারিজ) আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে।

স্পিকারকে তিন মাসের সময়সীমা স্মরণ করালেন প্রধান বিচারপতি

এদিন আদালতের পর্যবেক্ষণ— অনেক হয়েছে! আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যেই স্পিকারকে এই আবেদনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

গত ৮ জুলাই গদ্দার বিধায়কের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগ করে পদ বাতিলের আর্জি নিয়ে বিধানসভার স্পিকারের কাছে আবেদন (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

স্বভাব

স্বভাবের এক বড় অভাব
নিজেরে বদলানো মুশকিল
স্বভাব অভাবের ধার ধারে না
যতই পড়ুক চড় কিল।।

স্বভাব এ এক আজব বস্তু
আজব অজগর ময়াল
পালা বদলের পালাবদল
স্বভাবের বদল ভয়াল।।

যাযাবর এক ভরাকটাল
ভাদর মাসে ভাদর বেতাল
আবোল তাবোল একাল ওকাল
কখন হবে স্বভাব সকাল।।

কৃষকবন্ধুতেও কোপ রাজ্যের

■ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলিকে সুকৌশলে খাদের কিনারে ঠেলে দিচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং তরুণের স্বপ্নের পর সরাসরি কোপ পড়ল কৃষকদের অন্নসংস্থানের অন্যতম ভরসা 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী নয়া ফতোয়া জারি করেছেন, তাতেই বেআব্রু হয়ে গিয়েছে সব। (বিস্তারিত ভিতরে)

বিজেপির সন্ত্রাস, মানবাধিকারে আবেদন তৃণমূলের

৩০ সেপ্টেম্বর জরুরি শুনানি

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষের উপর পরপর তিনদিন হামলা! রবিবার বেলেঘাটায় তো রিভলভার হাতে প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করা হয় সুপারি কিলার লাগিয়ে। তা ছাড়া পালাবদলের পর রাজ্য জুড়ে বিজেপির লাগাতার সন্ত্রাস চলছেই। সোমবার বিজেপির সন্ত্রাস ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফের রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের আবেদনে সাড়া দিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর জরুরি ভিত্তিতে শুনানির নির্দেশ দিল রাজ্য মানবাধিক কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে অবিলম্বে মামলা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন। ৩০ সেপ্টেম্বর শুনানিতে সংশ্লিষ্ট সব পুলিশ কর্তৃপক্ষকে উপস্থিত থাকতে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর সন্ত্রাস-হামলা চলছে। খুন, খুনের চেষ্টা, মারধর, উচ্ছেদ নিয়ে আগেই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে (এরপর ৬ পাতায়)

■ চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দিচ্ছেন বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ।

তারিখ অভিধান

১৮৪১ দুর্গাচরণ রক্ষিত (১৮৪১-১৮৯৮) এদিন হুগলির চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হলে মাত্র ১৪ বছর বয়সে ফরাসি সংস্থা ‘ক্যামা অ্যান্ড ল্যামারু’র সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। চন্দননগরের সবরকম জনহিতকর কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। গরিব মানুষদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধের দোকান খুলেছিলেন তিনি; এমনকী বিনামূল্যে চাল-ডালের বন্দোবস্তও করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে ‘একল দুর্গা’ নামে একটি স্কুলও চালু করেন তিনি। আজ সেই স্কুলের নাম ‘দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয়’। ১৮৯৬ সালের ৬ জুন ফরাসি সরকারের তরফ থেকে তাঁকে ‘লিজিয়ঁ দ্য অনার’ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সত্যজিৎ নন, দুর্গাচরণ রক্ষিতই ছিলেন প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি, যিনি এই সম্মান লাভ করেন।

১৭২৫ রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পলাশি যুদ্ধের বিজেতা এবং বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম স্থপতি। আয়ারল্যান্ডের একটি মাঝারি জমিদার পরিবারের সন্তান রবার্ট ক্লাইভ স্কুলে ছাত্র হিসেবে তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। আঠারো বছর বয়সে তিনি মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে প্রবেশ করেন। ক্লাইভ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দেন এবং ১৭৪৮ সালে মাদ্রাজ সেনাবাহিনীতে সর্বনিম্ন কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। চন্দননগর থেকে ফরাসিদের বিতাড়ন ও মিরজাফরকে সিরাজউদ্দৌলার স্থলাভিষিক্ত করা এ দুটি ঘটনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ক্লাইভ পলাশি যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সকে লিখেছিলেন যে, ফরাসিদের পরাজিত ও বাংলা থেকে বিতাড়িত করা ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

১৯৪৩ লেচ ওয়ালেসার জন্মদিন। পোল্যান্ডে ১৯২৬-এর পর প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি জনগণের ভোটে জিতে ১৯৯০-তে রাষ্ট্রপ্রধান হন। ৪১ বছর আগে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সলিডার্নোস্কি-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল পোল্যান্ডে। খুলে গিয়েছিল ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্রের বিদায়ের পথ। সেই সলিডারিটি আন্দোলনের নেতা ছিলেন লেচ ওয়ালেসা। নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ১৯৮৩-তে।

১৯৪২ মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২) এদিন শহিদ হন। ‘ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো’, মুখে এই স্লোগানের সঙ্গে এক হাতে শাঁখ আর অন্য হাতে তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তমলুক থানা আর কোর্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া অগাস্ট আন্দোলনের সেই মিছিলের পথ আটকে গুলি চালিয়েছিল ইংরেজ পুলিশ। মিছিলের সামনে গান্ধীবুড়ি, মাতঙ্গিনী হাজরা। তমলুকের বানপুকুরের পাড়ে ইংরেজদের ছোঁড়া তিন-তিনটি গুলি তাঁর শরীরে গেঁথে গিয়েছিল।

১৩৪৮ ব্ল্যাক ডেথ পৌঁছল লন্ডনে। এর আগে ইংল্যান্ডের রাজধানী এমন অতিমারির কবলে পড়েনি। মাছিবাহিত বুবোনিক প্লেগের ব্যাকটেরিয়া ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস কালো ইঁদুরের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অভিজাত নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে গির্জার যাজক, কাউকে রেয়াত করেনি সেই রোগ। জনা দুয়েক প্রাক্তন চ্যান্সেলর, ক্যান্টারব্যুরির জনা তিনেক আর্চ বিশপ, ২৩ বছরের যুবতী ল্যাঙ্কারস্টারের ডাচেস, জন অফ গাউন্টের প্রথম পত্নী এরকম কয়েকজন মারা যেতেই মধ্যযুগীয় লন্ডনে ছড়িয়ে পড়ল প্রবল আতঙ্ক। মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় শেষে গোরস্থানে নয়, আলাদা গর্ত খুঁড়ে প্লেগে মৃতদের দেহ তাতে ঢেলে মাটি চাপা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হল প্রশাসনকে। ব্রিটিশ ইতিহাসে এই মারাত্মক স্বাস্থ্য সংকটের জেরে বদল এসেছিল মজুরির হার থেকে স্থাপত্যের নকশা— সব কিছুতেই।

১৯০০
গুরুপ্রসাদ সেন (১৮৪২-১৯০০) পূর্ববঙ্গের প্রথম এমএ গুরুপ্রসাদ সেন এদিন প্রয়াত হন। আইনজীবী ছিলেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় বিহারে নীলকর চাষিরা অত্যাচার-মুক্ত হয়। বিহারে প্রথম ইংরেজি পত্রিকা ‘বিহার হেরল্ড’ প্রকাশ করেন তিনিই। ধর্ম বিশ্বাসে উদারপন্থী ও বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন গুরুপ্রসাদ।

কর্মসূচি

কাঁটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বাবর আলি।

রেজিনগরে প্রার্থীর প্রচারে সাধারণ মানুষ

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৩৯

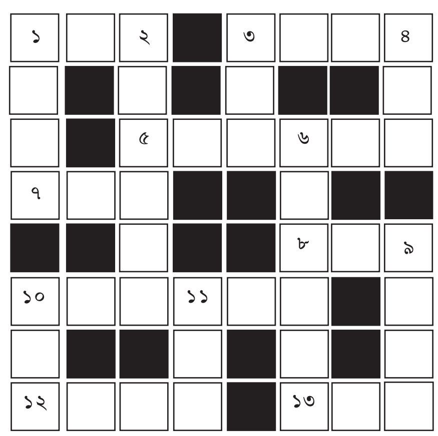

পাশাপাশি : ১. উপাধি ৩. বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাযুক্ত ৫. ব্যঞ্জনে তপ্ত তেল ও লংকার ফোড়ন ৭. ভীতিজনক, ভয়ংকর ৮. প্রায় ১০. চোখে কাজল বা সুর্মা লাগাবার কাঠি ১২. দৃষ্টি বিনিময় ১৩. সমুদ্র, অর্ণব।

উপর-নিচ : ১. বিষ্ণু ২. যাকে দেখতে পাওয়া যায় না ৩. হঠাৎ ৪. পুত্র, ছেলে ৬. ফোটোগ্রাফিক পেপার ৯. রাজা ১০. ইচ্ছা, অভিলাষ ১১. বল্লম।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৩৮ : পাশাপাশি : ১. কূটকৃৎ ৩. খেসারি ৫. জল ৬. লাঞ্ছন ৮. রবি ১০. তাজ্জব ১১. ষণ্মাস ১৩. মদ ১৫. গুগলি ১৮. প্রাণ ১৯. নিষ্ক্রিয় ২০. একানড়ে।
উপর-নিচ : ১. কূটাগার ২. কৃশলা ৩. খেল ৪. রিঠা ৫. জনতা ৭. অবম ৯. বিষণ ১২. সগুণ ১৪. দড়বড়ে ১৬. লিপিকা ১৭. দুনি ১৮. প্রায়।

২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৭৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৮৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪১১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২৩৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২৩৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.৩২	৯৭.০৭
ইউরো	১০৯.৪২	১১০.৭৯
পাউন্ড	১২৭.৫৪	১২৮.৭৫

নজরকাড়া ইনস্টা

আলিয়া, সঙ্গে রণবীর

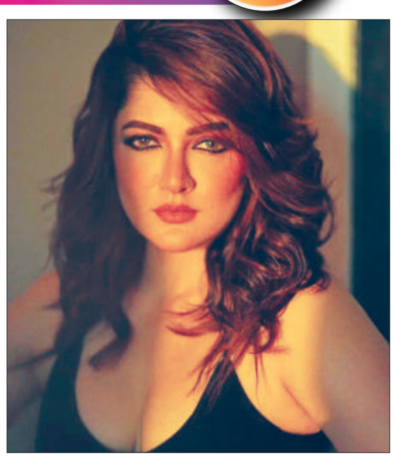

শ্রাবন্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ভুয়ো সিম কাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে সাইবার-প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস। ইকো পার্ক থানা এলাকার ফ্ল্যাটে ভুয়ো কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতারণা চক্র চলত। গ্রেফতার ৭

নজরদারির অভাবে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি

দায় এড়াতে মুখ্যসচিবের ‘ধমক’ জেলাশাসকদের

প্রতিবেদন : রাজ্যে ডেঙ্গির প্রকোপ লাফিয়ে বাড়লেও পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে নজরদারি কার্যত শূন্য। সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল সমস্ত জেলাশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করে অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসকে ডেঙ্গির ‘হাই-রিস্ক পিরিয়ড’ হিসেবে চিহ্নিত করে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন। ডেঙ্গি মোকাবিলায় কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি যে হুঙ্কার দিয়েছেন, তা আসলে রাজ্য সরকারের নিজস্ব চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করারই এক মরিয়া চেষ্টা। মাসের পর মাস ডেঙ্গি মাথাচাড়া দিলেও, এখন হঠাৎ করে ‘নিবিড় নজরদারি’র কথা বলে শীর্ষ প্রশাসন কি নিজেদের পুঞ্জীভূত গাফিলতির দায় এড়াতে চাইছে?

প্রশাসনিক বৈঠকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার গল্প শোনানো হলেও, আসল সত্য হল, সরকারের চূড়ান্ত নজরদারিহীনতা এবং অব্যবস্থার কারণেই ডেঙ্গি পরিস্থিতি প্রতি বছর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বর্ষার শুরু থেকে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলোর যে পরিমাণ মশার লার্ভা ধ্বংসের কাজ এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর কথা ছিল, তা বরাবরই খাতায়-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এখন যখন জল গড়িয়ে গিয়েছে, তখন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের শুধু রিপোর্ট না দেখে মাঠে নেমে সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে নবান্ন কেবল দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। স্বাস্থ্য, পুর ও পঞ্চায়েত দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবই হল রাজ্য প্রশাসনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। মশার প্রজননস্থল তৈরি হওয়ার জন্য একা সাধারণ মানুষ দায়ী নয়, ভাঙাচোরা রাস্তা, জল জমার সমস্যা, অপর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা এবং নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ার সম্পূর্ণ দায় এই সরকারের।

আজ যখন ডেঙ্গি মহামারীর আকার নেওয়ার মুখে, তখন জেলা প্রশাসনকে ধমক দিয়ে নবান্ন প্রমাণ করতে চাইছে যে তারা অত্যন্ত সজাগ। কিন্তু বাংলার মানুষ খুব ভালো করেই জানে, এই ধমক আসলে নিজেদের অপদার্থতা এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চরম ব্যর্থতাকে ঢাকা দেওয়ারই এক সস্তা কৌশল। নজরদারির অভাবের দায় কেবল তলার দিকের কর্মীদের বা জেলা প্রশাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শীর্ষ নেতৃত্ব হাত ধুতে পারে না। ডেঙ্গিতে প্রতিটি আক্রান্ত ও মৃত্যুর দায় সরাসরি রাজ্য সরকার এবং তাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর। ‘আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই’ বলে সরকার যে ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করে ডেঙ্গি মোকাবিলায় সারা বছর ধরে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ উৎসবের মরশুমে এই প্রশাসনিক ‘ধমক’-এর নাটক সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচাতে কোনও কাজেই আসবে না।

বিজেপি-আরএসএস সংঘাতের অভিযোগ লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত চার, গুরুতর দুই

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : যে সন্দেশখালিকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি, সেই সন্দেশখালিতেই এবার বিজেপি ও আরএসএসের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ ঘিরে প্রশ্ন উঠল নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে। জেলিয়াখালিতে লাঠির আঘাতে চারজন রক্তাক্ত এবং দুই স্বয়ংসেবক গুরুতর জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনা ঘিরে উঠছে ক্ষমতা, সংগঠন এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও।

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি বিধানসভার জেলিয়াখালি অঞ্চলে বিজেপি ও আরএসএস কর্মীদের সংঘর্ষের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, জেলিয়াখালি বাজার সংলগ্ন এলাকায় আরএসএসের প্রাথমিক বর্গে যোগ দিয়ে ফেরার সময় কয়েকজন স্বয়ংসেবকের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা বাধে। পরে তা হাতাহাতি ও

মারধরের ঘটনায় গড়ায়। আরএসএসের কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব আপত্তি তোলে। এমনকী অনুমতি ছাড়া এলাকায় আরএসএস শাখা বা মিলন ক্যাম্প করা যাবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয় বলে দাবি। পাশাপাশি কথা না শুনলে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলেও আরএসএসের পক্ষে অভিযোগ। এই সবের প্রতিবাদ করতেই তাঁদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনায় পুলকেশ মণ্ডল ও সুদীপ মণ্ডল নামে দুই স্বয়ংসেবক গুরুতর জখম হয়েছেন বলে দাবি। আরও দু’জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মাথা ফেটে যাওয়া এবং লাঠির আঘাতে গুরুতর চোটের অভিযোগও উঠেছে। হামলার সময় প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ স্বয়ংসেবকদের।

ঘটনার নেপথ্যে কী? স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বিজেপির রাজনৈতিক সংগঠন এবং আরএসএসের সাংগঠনিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। স্থানীয় স্তরে ক্ষমতা, সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক সুবিধা ঘিরে বিরোধের অভিযোগও উঠছে। বিজেপি ও আরএসএসের মধ্যে এই সংঘর্ষের অভিযোগ সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠছে—যে দল রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, তাদের নিজেদের সংগঠনের মধ্যেই যদি সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে, তাহলে প্রশাসন ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে কী বার্তা যাচ্ছে?

পুজোর মুখে মাথায় ছাঁটাইয়ের খাঁড়া
শিক্ষকদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত বিকাশ ভবন

প্রতিবেদন: চাকরি স্থায়ীকরণ এবং ছাঁটাইয়ের খাঁড়া বাতিলের দাবিতে আইসিটি ঐক্য মঞ্চের ৬ ও ৭ ফেজের হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিকাশ ভবন অভিযানে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় সল্টলেক এলাকা। পুলিশের ব্যারিকেড, ধস্তাধস্তি এবং রাজপথে শুয়ে শিক্ষকদের কান্নার রোল প্রমাণ করল এই রাজ্যের বর্তমান সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখতে কতটা ব্যর্থ। ‘আইসিটি অ্যাট স্কুল’ প্রকল্পের মেয়াদ শেষের অজুহাতে ৩,৭১৯-এর বেশি কম্পিউটার শিক্ষকের রুটিরুজি কেড়ে নিতে চলেছে সরকার নিযুক্ত বেসরকারি এজেন্সি। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তাঁদের চুক্তি শেষ করে হাতে ধরানো হচ্ছে টার্মিনেশন লেটার। কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই নতুন করে টেন্ডার ডাকার চক্রান্ত চলছে। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে শিক্ষকেরা নামমাত্র বেতনে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে পড়াচ্ছিলেন, নতুন ভেন্ডর আসার পর তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? তাই নিয়েই চিন্তায় তাঁরা। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তাঁদের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোতে চলেছে। শিক্ষকদের আশঙ্কা, নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাঁদের বর্তমান চাকরিটুকু আর থাকবে না। আন্দোলনকারীদের একটি বড় অংশের অভিযোগ, আইসিটি অ্যাট স্কুল প্রকল্পের ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্যায়ে নিযুক্ত প্রায় এক হাজার চারশো কম্পিউটার শিক্ষককে নাকি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী সংস্থার তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের চুক্তি আর নবীকরণ করা হবে না।

নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

প্রতিবেদন : বিধানসভা নির্বাচনের পরই তাঁর জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই অবস্থায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবিতে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এখন তাঁর নিরাপত্তার জন্য কোনও বিশেষ বাহিনী নেই। কেবল কয়েকজন হাউস গার্ড রয়েছে। তাদের নিরাপত্তাতেই কার্যত তাঁকে থাকতে হচ্ছে। এদিন আদালতে অভিষেকের আইনজীবী বলেন, নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়ার পর একাধিকবার হামলার মুখেও পড়তে হয়েছে অভিষেককে। ফলে বিষয়টি হালকাভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, তিনি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা। বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা তুলে নেওয়ার পর বর্তমানে মাত্র কয়েকজন ‘হাউস গার্ড’-এর উপরই নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে। বিষয়টি আদালতের নজরে এনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা চাওয়া হয়। মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ৬ অক্টোবর শুনানি।

একাদশ-দ্বাদশে নিয়োগ প্যানেল

পুরনো তালিকা বাতিল আতান্তরে চাকরিপ্রার্থীরা

প্রতিবেদন : একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে পুরনো প্যানেল বাতিল করে এবার নতুন তালিকা প্রকাশ এসএসসি-র। আপাতত ইন্টারভিউয়ের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকী যাদের সুপারিশ পত্র দেওয়া হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আদালতের আইনি নির্দেশিকা এবং আসন সংরক্ষণের নতুন বিন্যাস মেনে এসএসসি এই তালিকা সংশোধন করেছে বলে জানালেও, এর জেরে রাতারাতি ভাগ্যবদল হয়ে গেছে শত শত চাকরিপ্রার্থীর। আগের তালিকায় নাম থাকায় যাঁরা নিয়োগের অপেক্ষায় ছিলেন বা ইতিমধ্যে সুপারিশপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়ায় ছিলেন, নতুন তালিকায় তাঁদের অনেকেরই নাম বাদ পড়েছে অথবা র‍্যাঙ্ক অনেকটা নিচে নেমে গেছে। ফলে সুনিশ্চিত চাকরি হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁরা। ক্ষুব্ধ প্রার্থীদের অভিযোগ, সরকারের অযোগ্যতা এবং কমিশনের বারংবার ভুলের মাসুল কেন সাধারণ চাকরিপ্রার্থীদের দিতে হবে? একবার তালিকা তৈরি করে আবার তা বাতিল করা মেধার চরম অবমাননা। এদিকে এসএসসি জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। যারা আগে থেকেই লিখিত পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ইন্টারভিউ এবং ক্লাস নেওয়ার পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের আর সেই পরীক্ষা দিতে হবে না।। তবে তালিকায় যাদের নাম নতুন করে যোগ করা হয়েছে তাদের কবে এই পরীক্ষাগুলি হবে সেই দিনক্ষণ ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে। সংশোধিত মেধাতালিকা প্রকাশের পর আইনি জটিলতা কাটিয়ে স্থগিত থাকা কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

তৃতীয় ভাষা থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাড়

প্রতিবেদন : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় ভাষা শেখার বাধ্যবাধকতা আর থাকছে না। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে আগামী ২০২৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে তাদের জন্য এই নিয়ম কার্যকর হবে। আগেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষার আওতায় আনার প্রয়োজন নেই। এবার সেই তালিকায় ষষ্ঠ শ্রেণিকেও যোগ করা হল। আদালত জানিয়েছে, ২০২৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

29 September, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইতিহাস জানে

এবার পরপর ধাক্কা আদালতে। ধাক্কা খেল বিজেপি, কমিশন এবং বিধানসভার স্পিকার। সুপ্রিম কোর্টে ১০ বেইমান বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের পিটিশন দাখিল করেছিলেন বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা করে বিষয়টি ফেলে রাখা হয়েছিল। সোমবার কোর্টের স্পষ্ট কথা, অনেক হয়েছে। কোর্ট আশা করছে স্পিকার তাঁর দায়িত্ব পালন করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন এ-বিষয়ে। মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ৮ অক্টোবর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ওই সময়ের মধ্যে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ। প্রতীক ও নাম সংক্রান্ত মামলায় আরও কড়া মনোভাব। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ঘুমিয়ে সময় কাটানো যাবে না। চার সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের হলফনামা জমা দেবে। আর তিন মাসের মধ্যে কমিশন এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে। অন্যদিকে বিধায়ক কুণাল ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের উপর হামলায় মানবাধিকারে দলের অভিযোগ জমার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবারই শুনানি ধার্য করেছেন চেয়ারম্যান। অর্থাৎ ধাক্কার পর ধাক্কা। বিজেপি চাইছে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলোকে ভেঙে দিয়ে নিজেদের জঙ্গলের রাজত্ব চালাতে। তৃণমূল একদিকে আইনি লড়াই লড়ছে। পাশাপাশি জমিতে নেমে লড়াই করছে ভয় উপেক্ষা করে। বিজেপির সঙ্গে ন্যক্কারজনকভাবে হাত মিলিয়েছে বেইমান শিবির। সবটাই নিজেদের বাঁচাতে। কিন্তু মানুষ বিজেপির এই শাসনে একদিকে যেমন তিতিবিরক্ত, তেমনি বিশ্বাসঘাতকদের সরীসৃপের মতো রাজনীতিও ধরে ফেলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। পুলিশ এখন বাংলার লজ্জা। ৯২ লক্ষের বেশি মানুষ ভোটাধিকার হারিয়ে ফুঁসছেন। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের লড়াই লাগিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। এই অবস্থার পরিবর্তন মানুষই করবেন। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ১৩ কোটির ভোটাধিকার কেড়ে কাঠগড়ায়। একইভাবে এই অল্প সময়ে বাংলার শাসক দলের কাছেও মানুষ হিসাব চাইছেন। মানুষকে যাঁরা উপেক্ষা করেছেন, তাঁদের পরিণতি কী হয়েছে, তা ইতিহাস জানে।

e-mail থেকে চিঠি

এটা কি গণতন্ত্র না প্রহসন!

ভারতের বহুদলীয় নির্বাচনী গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করছে বিজেপি। শুধু স্বাধীন, নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশনের স্বাতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে তাকে পরিচালিত করাই নয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় পেশিবল, অর্থবলকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করাতেও মাত্রা ছাড়িয়েছে এই দল। বিশেষ করে একাংশের সংবাদ মাধ্যমকে নিজেদের স্বার্থে প্রচার করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে বিজেপি। এমনকী, নির্বাচনী প্রচারে সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে টাকা দিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৬-এর নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জমা দেওয়া হিসাব নির্বাচন কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা খরচের হিসাবে দেখা যাচ্ছে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মোট প্রায় ২৮৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। এর মধ্যে বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, ইউ টিউবার ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। বিজেপি সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও ইউটিউবারদের ব্যবহার করে রাজ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ এবং বিশেষ রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করার চেষ্টা করেছে। কীভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের কাজে এই প্রচার করা হয়েছে, 'অলি পাব'-এর ঘটনাতেই স্পষ্ট। সায়ক অবশ্য সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, অলি পাবের ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। দেখা যাচ্ছে, তাঁকে এজন্য বিজেপি'র পক্ষ থেকে টাকাও দেওয়া হয়েছিল। অর্থপ্রাপক সংস্থা বা ব্যক্তির প্রচার খতিয়ে দেখলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এইরকম উদাহরণ পাওয়া যাবে। বিজেপি রাজনৈতিক দল হিসাবে খরচের আনুষ্ঠানিক হিসাব নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করে আইনগত দায় সেরেছে, কিন্তু মূল আইনি ও নৈতিক প্রশ্নটি উঠেছে ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন হলো, একজন সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার কি রাজনৈতিক দলের থেকে টাকা নিয়ে প্রচার করতে পারেন? তাঁরা যখন কনটেন্টটি প্রচার করছিলেন, তখন কি দর্শকদের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে এটি একটি অর্থ প্রদত্ত বা স্পনসর্ড প্রচার?

—পলাশ পাত্র, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সবচেয়ে বড় দেশবিরোধী গদ্দার জ্ঞানেশ কুমার

জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে। না হলে পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁকে ভর্ৎসনা করতে হবে। যাদের অন্যায়ভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ফেরাতে হবে তাদের ভোটাধিকার। তা না হলে কিছুতেই দেশের গণতন্ত্র এবং নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা ফেরানো সম্ভব নয়। লিখছেন **সর্বদমন রায়**

শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ নিয়ে রিতিকা চোপড়ার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি প্রকাশ করার আগেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রজ্ঞা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে এই সাংবিধানিক সংস্থার ভেতরের পচন কতটা গভীরে পৌঁছেছে।

সত্যি কথা বলতে কী, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এর আগে কখনও আমরা এরকম একজন কম সম্মানিত ব্যক্তিকে আমাদের গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে পাইনি।

একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার, জ্ঞানেশ যদি সত্যিই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পবিত্রতা নিয়ে চিন্তিত হতেন, তাহলে পক্ষপাতদুষ্ট ও একপেশে আচরণের ক্রমবর্ধমান সমালোচনার মুখে তিনি পদত্যাগ করতেন।

এই লোকটির পদে থাকাটা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য কতটা লজ্জাজনক সেটা বেশিরভাগ মানুষই ইতোমধ্যে জানেন। লোকটার এই উদ্ধত নির্লজ্জতাও এখন আর বিস্ময়কর মনে হয় না। কারণ বোধহয় এটাই যে, আমরা তাঁর কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করি না।

জ্ঞানেশ লোকটা যদি একজন সম্মাননীয় ব্যক্তি হতেন, তাহলে বলতেন : "এই বিতর্ক দীর্ঘায়িত করে ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, তাই আমি পদত্যাগ করব।" এমনকী তিনি এটাও যোগ করতে পারতেন : "যদিও আমি কোনো ভুল করিনি, আমি বিশ্বাস করি যে আমার পদে থাকা নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাকে প্রভাবিত করবে।"

মোদি সরকার তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে ৩৭০ ধারা ও রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট সংক্রান্ত সরকারি কাজে জড়িত থাকার কারণে দীর্ঘদিনের দালাল হিসেবে তাঁর সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ, একটি উপযুক্ত সময়ের পর তাঁকে রাষ্ট্রদূত বানিয়ে দিতে পারত। এমনকী রাজ্যপালও বানাতে পারত, যে পদের জন্য যোগ্যতার মান এখন অত্যন্ত কম বলেই মনে হয়। এরই মধ্যে, জ্ঞানেশের জায়গায় আরেকজন দালালকে নিয়োগ করতে পারত তারা।

কিন্তু মনে হচ্ছে না জ্ঞানেশ স্বেচ্ছায় যাবেন।

সরকারও তাঁকে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে তাঁর দপ্তর থেকে টেনে বের করার জন্য এখনও প্রস্তুত, এমনটাও মনে হচ্ছে না।

জ্ঞানেশকে ঘাড়ধাক্কা দিতে হবে, কারণ তিনি নিজে থেকে লাফ দেবেন না।

সব মিলিয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থার অপব্যবহারের বিষয়টি হয়তো এত সহজে মিটবে না। সংবাদমাধ্যমকে বশে আনা গেলেও, সামাজিক মাধ্যম সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এবং সরকার বুঝতে পারছে যে, সংবাদ চ্যানেলগুলোর ভেড়ার পালের মতো সমর্থন এবং 'সূত্রের' বরাত দিয়ে সাজানো গল্প জনমতের ওপর ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। যন্তর মন্তর বিক্ষোভের সময় এটি কোনও কাজে আসেনি এবং নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত তথ্য ফাঁসের ফলে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান জনরোষ প্রশমিত করতেও এটি কোনও সাহায্য করেনি।

এই পর্যায়ে একটা কথা পরিষ্কার, বিষয়টা জনমতের উপর নির্ভর করছে। জ্ঞানেশের বিতর্কটি ছড়িয়ে পড়ার একটি কারণ হল, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সৃষ্ট ক্ষোভ।

দিল্লির প্রায় ১.৪৫ কোটি ভোটারের মধ্যে, এসআইআর গণনা পর্বে ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। খসড়া তালিকায় থাকা প্রায় ৯৭ লক্ষ ভোটারের মধ্যে, তথ্যে অসঙ্গতির কারণে প্রায় ৩৩ লক্ষ ভোটারকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

যাঁরা বছরের পর বছর ধরে ভোট দিয়ে আসছেন, তাঁদের এখন ভোট দেওয়ার অধিকার প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে!

কেবল একজন প্রতারক, বোকা অথবা জ্ঞানেশকুমারই বিশ্বাস করতে পারে যে এত বড় আকারের মুছে ফেলার ঘটনা জনরোষের জন্ম দেবে না।

জনসমক্ষে এই লোকটাকে উদ্ধত, অনুভূতিহীন এবং অত্যন্ত অপছন্দনীয় বলে মনে হয়। জনসমক্ষে তাঁর ভাবমূর্তি এমনই যে, তিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করছেন— এই কথা শুনলে তা বিশ্বাস করতে কারও কোনও অসুবিধা হয় না।

এই বিক্ষোভ এবং জ্ঞানেশের প্রতি সরকারের সমর্থনের পেছনের অলিখিত উদ্দেশ্য হল আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনটি ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এবং জ্ঞানেশ বলেছেন যে এটি নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। মোদি সরকার মনে করে যে, উত্তরপ্রদেশে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হতে পারলে তাদের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার ধারণাটি দূর করা সম্ভব হবে। এই স্ট্র্যাটেজিতে জ্ঞানেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

একইভাবে এটাও স্বাভাবিক, জ্ঞানেশ-বিরোধী মনোভাব যদি আরও বাড়ে, তাহলে সরকার তাঁকে অপসারণ করতে বাধ্য হতে পারে। কিন্তু এই হট্টগোল সামলে নিতে পারলেও, এই সরকারের সুদিন যে ফুরিয়েছে, সেই বোধ জনমানস থেকে দূর করা কঠিন। যখন সময় খারাপ হয়, তখন সংকট আসতেই থাকে।

বিজেপির এখন সেই শেষের সময় শুরু হয়ে গিয়েছে।

কাউন্ট ডাউন শুরু!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী ১০ অক্টোবর শুরু হচ্ছে বেলেঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের ট্রায়াল রান। সফল হলে ডিসেম্বরে শুরু হবে বাণিজ্যিক পরিষেবা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তরুণের স্বপ্নের পর কৃষকবন্ধুতে কোপ রাজ্যের

‘স্বচ্ছতা’র অজুহাতে কৃষকদের ভাতে মারার ফতোয়া

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালের জনমুখী প্রকল্পগুলিকে সুকৌশলে একে একে খাদের কিনারে ঠেলে দেওয়াই কি বর্তমান রাজ্য সরকারের একমাত্র লক্ষ্য? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং তরুণের স্বপ্নের মতো একাধিক প্রকল্পের পর এবার সরাসরি কোপ পড়ল কৃষকদের অন্নসংস্থানের অন্যতম ভরসা ‘কৃষকবন্ধু’ প্রকল্পে। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল যে নয়া ফতোয়া জারি করেছেন, তাতেই রাজ্যের শাসক শিবিরের চরম কৃষক-বিরোধী মানসিকতা বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘ভুয়ো উপভোক্তা’ ছাঁটাইয়ের গালভরা অজুহাত খাড়া করে আদতে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষকের ন্যায্য পাওনা আটকে দেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে প্রশাসন। সরকারের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, কেন্দ্র এবং রাজ্যের কৃষি প্রকল্পের সুবিধা আর একসঙ্গে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ, যে কৃষক হাড়ভাঙা খাটুনির পর কেন্দ্রের ‘পিএম কিষান’ প্রকল্পের সামান্য সুবিধাটুকু পান, তাঁকে রাজ্যের ‘কৃষকবন্ধু’ থেকে নির্লজ্জভাবে বঞ্চিত করা হবে।

প্রশাসনিক নিয়মকানুনের কড়াকড়ির নামে আদতে গ্রামীণ কৃষকদের চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিক হয়রানির মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ‘কৃষকবন্ধু নতুন’ প্রকল্পে নাম নথিভুক্তকরণ ও তথ্য যাচাইয়ের জন্য আরও দশদিন সময়সীমা বাড়ানোর ঘোষণাকে সরকার যতই নিজেদের ‘কৃষক-দরদী’ ভাবমূর্তি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন, এর ভেতরের চিত্রটা ভয়ঙ্কর। ইতিমধ্যেই প্রায় ১৮ লক্ষ ৫৬ হাজার কৃষককে এসএমএস পাঠানো এবং আরও প্রায় সাড়ে ১৬ লক্ষ কৃষককে সরাসরি কৃষি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ আসলে কৃষকদের চরম হেনস্থা করার নামান্তর। গ্রামের সাধারণ, খেটে খাওয়া

কৃষক মাঠের কাজ ফেলে এখন অনুদানের সামান্য ক’টা টাকার আশায় সরকারি অফিসে চক্কর কাটবেন, আর নথির সামান্য এদিক-ওদিক হলেই ‘ভুয়ো’ তকমা দিয়ে তাঁদের নাম অনুদানের তালিকা থেকে নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হবে। একদিকে সরকার বলছে পিএম কিষানের আওতায় থাকা কৃষকরা কেন্দ্রের ৬ হাজার এবং রাজ্যের ৩ হাজার মিলিয়ে মোট ৯ হাজার টাকা পাবেন, আবার মন্ত্রী নিজেই বলছেন দুই প্রকল্পের সুবিধা একসঙ্গে মিলবে না! নীতির এই চরম বিভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা প্রমাণ করে যে, কৃষকদের সাহায্য করার চেয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করে কোষাগারের টাকা বাঁচানোতেই সরকারের বেশি নজর।

শুধু কৃষকবন্ধুতেই নয়, সরকার রাজ্যের আলু চাষিদের সঙ্গেও এক নজিরবিহীন প্রতারণা করেছে। বাজেটে ঘটা করে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আলু বীজে কুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা ভরতুকি দেওয়া হবে। অথচ সোমবার কৃষিমন্ত্রী অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে জানিয়ে দিলেন, চলতি আর্থিক বছরে তা নগদ টাকা হিসেবে দেওয়া হবে না! আগামী মরশুমে নাকি এই ভরতুকি সরাসরি আলু বীজ হিসেবে চাষিদের দেওয়া হবে। বাজেটে প্রতিশ্রুত নগদ টাকা মরশুমের মাঝপথে আটকে দিয়ে আলু চাষিদের চরম আর্থিক সংকটে ফেলে দেওয়া হল। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প ছাঁটাইয়ের এই ধারাবাহিক আক্রমণ প্রমাণ করে যে, বর্তমান সরকারের অভিধানে জনকল্যাণের কোনও স্থান নেই। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা-বাগানে পোকার উপদ্রব বৃদ্ধির মতো সংকটেও সরকার কেবল ‘বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ’ নেওয়ার ফাঁকা বুলি আউড়েই দায় সেরেছে। গরিব কৃষকদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই চক্রান্তকে কোন যুক্তিতে সরকার ‘উন্নয়ন’ বা ‘স্বচ্ছতা’ বলে দাবি করছে, তা নিয়ে গোটা রাজ্যেই আজ চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার সকালে এসআরএফটিআই ক্যাম্পাস।

শিক্ষাঙ্গনই কেন রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে? প্রশ্ন কুণালের

প্রতিবেদন: শিক্ষাঙ্গনই কেন বারবার রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে? সংঘর্ষের সময় পুলিশের ভূমিকাই বা কী ছিল? সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অশান্তি নিয়ে এই প্রশ্নই তুললেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

রবিবার ক্যাম্পাসে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে পড়ুয়াদের একাংশের সঙ্গে সংগঠনের সদস্যদের বচসা থেকে পরিস্থিতি হাতাহাতি ও সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছয়। আর সেইসময় ভারতমাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দকে অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়েই শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে সরব হয়েছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক।

তিনি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, বারবার কেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংঘর্ষের জায়গায় পরিণত হচ্ছে এবং সংঘর্ষের সময় পুলিশের ভূমিকা কী ছিল। একই সঙ্গে ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে ওঠা অভিযোগেরও তদন্ত দাবি করেছেন তিনি। কুণাল ঘোষ বলেন, যেটা হয়েছে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বারবার এই সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গন যেভাবে রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে এবং যেভাবে শাসক দলের লোকজনেরা সেইসব জায়গায় প্রলোচনা দিচ্ছেন। নিশ্চিতভাবে এই ঘটনা নিন্দনীয়। কেন ভারতমাতার ছবি এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি অপমানিত হবে। যারা এই কাজগুলো করেছে তারা একেবারে ঠিক কাজ করেনি। বারবার এই পরিস্থিতি হচ্ছে কেন? যখন এই ঘটনা ঘটে তখন পুলিশেরা কী করছিলেন। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি তাণ্ডব। এই ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কেন শিক্ষাঙ্গনে হচ্ছে?

মধ্যরাতে অজেয় সংহতি ক্লাবে হামলা, উধাও সিসিটিভি হার্ডডিস্ক

প্রতিবেদন : গভীর রাতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল অজেয় সংহতি ক্লাব প্রাঙ্গণ। মধ্যরাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী ক্লাবে চড়াও হয় এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। শুধু তাণ্ডব চালানোই নয়, নিজেদের পাপের প্রমাণ লোপাট করতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ক্লাবের সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক এবং ফুটেজ গায়েব করে দিয়েছে হামলাকারীরা। এই ন্যক্কারজনক ও কাপুরুষোচিত ঘটনার পেছনে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের সরাসরি হাত রয়েছে বলে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় নেতৃত্ব। একদল বহিরাগত দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে ক্লাবের ওপর চড়াও হয়। ক্লাবের আসবাবপত্র ভাঙচুর করার পাশাপাশি দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে তারা। ভেতরের সমস্ত নথিপত্র তছনছ করা হয়। সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না সুর। অরিজিৎ নন্দী নামে ক্লাবের এক সদস্যকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না সুরের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই হামলার সেই সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট অভিযোগ, এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত করতে এবং ক্লাবের সামাজিক ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই বিজেপির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ চুরি প্রমাণ করে যে তারা পূর্বপরিকল্পিতভাবে কোমর বেঁধে নেমেছিল। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

রোজগার ফেরানোর আর্জি নিয়ে আদালতে ব্যবসায়ীরা

প্রতিবেদন : উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী গ্যালিফ স্ট্রিটের রবিবাসরীয় পোষ্য হাটের ব্যবসায়ীরা এবার নিজেদের রুটি-রুজি বাঁচাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। তাঁদের অভিযোগ, বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও গত দুই রবিবার পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের সেখানে পশরা নিয়ে বসতে দেয়নি। এর ফলে চরম অনিশ্চয়তা ও জীবিকার সংকটে পড়েছেন প্রায় ৬০০ ব্যবসায়ী। সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের আইনজীবী। ব্যবসায়ীদের পক্ষের আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁরা আদালতের নির্দেশকে সম্পূর্ণ সম্মান করেন এবং হাটের আড়ালে কোনও বেআইনি কারবার হোক, তা তাঁরাও চান না। কিন্তু সম্পূর্ণ বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও যেভাবে গত দু’সপ্তাহ ধরে ঢালাওভাবে সমস্ত দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে কয়েকশো পরিবারের জীবন-জীবিকা সম্পূর্ণ বিপন্ন। আগামী ৬ অক্টোবর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ওই দিনই মূল মামলার পাশাপাশি বৈধ ব্যবসায়ীদের পুনরায় বসার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সেই বিষয়ে আদালত তার অবস্থান স্পষ্ট করতে পারে।

এই ছবি কি ফিরবে গ্যালিফ স্ট্রিটে?

নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণে পুলিশের জালে শিক্ষক

শ্যামপুর

সংবাদদাতা, হাওড়া : ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কোচিং সেন্টারের শিক্ষককে গ্রেফতার করল পুলিশ। হাওড়ার শ্যামপুরের এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। দিনের পর দিন যৌন নির্যাতনের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নাবালিকা। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো ও ধর্ষণ-সহ একাধিক অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে শ্যামপুর থানার পুলিশ। রবিবার রাতে গুণধর ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত শিক্ষকের নাম সনৎ চক্রবর্তী। বয়স ৫০ বছর। তার বাড়ি শ্যামপুর থানা এলাকায়। সে এলাকায় একটি প্রাইভেট কোচিং সেন্টার চালায়। জানা গিয়েছে, নাবালিকা ছাত্রীটি ওই কোচিংয়ে টিউশন পড়ত। অভিযোগ, দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে অতিরিক্ত ক্লাস করানোর জন্য মাঝেমধ্যেই একা কোচিং সেন্টারে আসতে বলত অভিযুক্ত শিক্ষক। তারপর ছাত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত। বেশ কিছুদিন ধরে এইভাবে নাবালিকা ছাত্রীটিকে ‘পাষণ্ড’ ওই শিক্ষক যৌন নির্যাতন করছিল বলে অভিযোগ। এমনকী বিষয়টি কাউকে জানালে ফল ভুগতে হবে বলে ছাত্রীটিকে হুমকিও দিত অভিযুক্ত শিক্ষক। সম্প্রতি ওই ছাত্রীর মা মেয়ের শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। রবিবার এর পরই অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে মায়ের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে সমস্ত কথা জানিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ির লোকেরা তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। এরপরই এই ঘটনায় শ্যামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার পরিবার।

রাজ্য

29 September, 2026 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধর্মঘট নয়, সোমবার চালু রইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। সারা দেশেই স্থগিত হল ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। আজ মঙ্গল ও বুধবারও যথারীতি মিলবে স্বাভাবিক পরিষেবা

আজও ৫৭২ বছরের ইতিহাস বয়ে চলেছে কোন্নগর ঘোষাল বাড়ির পুজো

সংবাদদাতা, হুগলি: পুজো এলেই বারবার ফিরে ফিরে আসে ৫৭২ বছরের পুরনো ইতিহাস। সময়ের নিয়মে আয়োজনের রীতিনীতি বদলালেও কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজোয় এখনও অমলিন বহু প্রাচীন প্রথা। সপ্তমী ও নবমীতে দেবীর ভোগে মাছ থেকে শুরু করে দশমীতে পরিবারের সকলে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাওয়া আবার বিসর্জনের আগে পান্তা ভাত ও ইলিশ দিয়ে দেবীকে বরণ সবই চলছে সেই ৫৭২ বছর আগের মতোই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে এই রীতি। পরিবারের দাবি, এত দীর্ঘ ইতিহাসে কখনও বন্ধ হয়নি এই পুজো।

বাড়ির এক প্রবীণ সদস্য জানান, তাঁদের পুজো শুধু পরিবারের ঐতিহ্য নয়, বাংলার অন্যতম প্রাচীন দুর্গোৎসবও। সময়ের সঙ্গে আয়োজনের কিছু পরিবর্তন হলেও পুজোর মূল রীতি-নীতি একই রয়েছে। সপ্তমী ও নবমীর ভোগে দেবীকে দেওয়া হয় পরিবারের দেবোত্তর সম্পত্তির পুকুরের মাছ। দশমীতে পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে বসে মাছ-ভাত খান। আর বিসর্জনের আগে বাড়ির মহিলারা পান্তা ভাত ও ইলিশ মাছ মুখে দিয়ে দেবীকে বরণ করেন। এরপর হয় সিঁদুর খেলা।

এই বাড়ির দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা কাহিনিও। বাড়ির লাগোয়া নিমগাছের কোটর থেকে স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে নারায়ণ শিলার সন্ধান মেলে। সেই শিলা আজও নাটমন্দিরে সারা বছর পূজিত হয়। তাঁর দাবি, জমিদারির সময় মোগল আমলে পুজোর জন্য সাড়ে ৭০০ টাকা অনুদানও মিলত। পরবর্তীতে ইংরেজ আমলেও সেই অনুদান চালু ছিল এবং স্বাধীনতার পরও তা বন্ধ হয়নি। যদিও সময়ের সঙ্গে সেই অর্থের মূল্য কার্যত নগণ্য হয়ে গিয়েছে।

শুধু পুজো নয়, ঘোষাল বাড়ির নাটমন্দিরও এই পরিবারের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাক্ষী।

জানা যায়, একসময় এই বাড়িতে পুজোর সময় ওস্তাদ বড়ে

গুলাম আলি খাঁ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো বহু বিশিষ্ট শিল্পী আলোকিত করেছেন। পরিবারের সদস্য সত্যেন ঘোষালের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার সূত্রেও এই বাড়ির সঙ্গে বহু শিল্পীর যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে সেই ধারার বদলে পরিবারের সদস্যদের নিয়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এবার তার মূল বিষয় 'শতবর্ষে উত্তম কুমার'। বাংলা সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেতার জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

এই পুজোর বিসর্জনেও থাকে বিশেষ চমক। দিনের আলোতেই প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। কয়েকশো বছর আগে সন্ধেবেলায় নৌকায় করে বিসর্জন দেওয়ার সময় বাঘের হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তার পর থেকেই দিনের বেলায় বিসর্জনের রীতি চালু হয়। আজও সেই প্রথা বজায় রয়েছে।

পরিবারের নবীন সদস্যা সায়ন্তী ঘোষালের কথায়, কর্মসূত্রে পরিবারের অনেকেই বাইরে থাকেন। ফলে পুজোর সময় সরাসরি উপস্থিত থাকতে না পারলেও ভিডিও কলের মাধ্যমে কে কী দায়িত্ব নেবেন, তা ঠিক হয়। ভোগ বিতরণ থেকে প্রসাদ তৈরি— ছোটরাও নানা কাজে অংশ নেন। তাঁর কথায়, পুজোর আসল উদ্দেশ্যই হল পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে করা।

বাসন্তী হাইওয়ের পাশে সরকারি জমি দখল করে অবৈধ নির্মাণ

সংবাদদাতা, বাসন্তী: বাসন্তী হাইওয়েতে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘিরে যখন যান চলাচল নিরাপদ করতে রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তখনই হাইওয়ের পাশের সরকারি জমি দখল করে নির্মাণকাজ চালানোর অভিযোগ উঠল। কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার গরুমারা এলাকায় বাসন্তী হাইওয়ের পাশে ক্যানেল ডিপার্টমেন্টের খালপাড়ের সরকারি জমি দখল করে টিনের সেট ঘর ও দোকান তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভিআইপি কলেজ ও কলেজ পার্কের ডানদিকে খালপাড়ের জমিতে বড় এলাকা টিন দিয়ে ঘিরে একাধিক দোকানঘর তৈরির কাজ চলছে। হাইওয়ে সম্প্রসারণের জন্য একদিকে রাস্তার ধারের দোকান সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও অন্যদিকে কীভাবে নতুন করে সরকারি জমিতে নির্মাণকাজ চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, হাটগাছা এলাকায় হাটগাছা ব্রিজের রেলিং ভেঙে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করে ব্রিজ সংলগ্ন ওয়েটল্যান্ডের জমিতে নির্মাণকাজ চালানোর অভিযোগও সামনে এসেছে। অভিযোগ, ওই পথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে সেখানে কংক্রিটের নির্মাণ গড়ে তোলা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁরা বলছেন, বাসন্তী হাইওয়েতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য প্রশাসন যেখানে জমি ও দোকান সরানোর উদ্যোগ নিচ্ছে, সেখানে হাইওয়ের পাশেই কীভাবে নতুন করে নির্মাণকাজ চলছে, তা তদন্ত হওয়া দরকার। এ ধরনের নির্মাণকাজ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। যারা সরকারি জমি দখল করে নির্মাণ করছে এবং যারা এই কাজে সহযোগিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১০ বিদ্রোহী বিধায়ককে নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

জানিয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তবে দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও স্পিকারের দরবারে বিধায়ক পদ খারিজ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি দেখে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শোভনদেব। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দলের তরফে সওয়াল করেন আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কপিল সিবাল। সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে বিধানসভার স্পিকারকেই এই ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ, এই আশা আমরা করতে পারি, মামলা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। দলত্যাগ বিরোধী আবেদনের তিন মাসের বিধিবদ্ধ সময়সীমা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যেই বিধানসভার স্পিকারকে এই আর্জির ফয়সালা করতে হবে। আদালতের এই রায় প্রসঙ্গে আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শীর্ষ আদালত মামলাটির নিষ্পত্তি করে স্পিকারকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দিয়েছে। আবেদন পেশের পর তিন মাসের যে আইনি সময় থাকে, সেই হিসাব মেনেই ৮ অক্টোবরের মধ্যে বিধানসভার স্পিকারকে এই ১০ জন বিধায়কের ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে।

মা শ্রমিক, বাবা রাজমিস্ত্রি, ভারতের জার্সি পরার স্বপ্ন বসিরহাটের তাইবুরের

সংবাদদাতা, বসিরহাট: একচিলতে ঘর। মা বিড়ি বাঁধেন। বাবা রাজমিস্ত্রি। মায়ের সারাদিনের সঙ্গী বিড়ির পাতা আর তামাক, বাবার সঙ্গী ইট-বালি-সিমেন্ট। অভাবের সংসারে দু'বেলা খাবার জোটানোই দায়। সেই পরিবারেরই মুখ উজ্জ্বল করলেন তাঁদের পুত্রসন্তান। হাসনাবাদের বোলদেপোতা গ্রামের তাইবুর মোল্লার সেই স্বপ্নই এবার তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের ট্রায়ালের দরজায়।

তাইবুরের চোখে ছিল অন্য স্বপ্ন— দেশের জার্সি গায়ে ফুটবল খেলা। বাড়ির সামান্য উপার্জনেই সংসার চলে। কিন্তু অভাব কখনও থামাতে পারেনি ছেলের ফুটবলের স্বপ্ন। ছোট থেকেই ফুটবলের প্রতি অদম্য টান তাইবুরের। ব্রাজিলের তারকা নেইমার জুনিয়র তাঁর আদর্শ। গ্রামের মেঠো রাস্তা, মাঠ আর বাড়ির আশপাশই ছিল তাঁর অনুশীলনের জায়গা। কখনও রাবারের বল, কখনও পুরনো খবরের কাগজ দড়ি দিয়ে মুড়িয়ে তৈরি বল— সেটাই ছিল তাঁর সঙ্গী। ছিল না দামি বুট, ছিল না

বাবা-মায়ের সঙ্গে বাড়িতে তাইবুর মোল্লা।

আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ। ছিল শুধু স্বপ্ন আর লড়াই করার জেদ।

ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও পাশে থেকেছেন বাবা-মা। সংসারে অভাব থাকলেও তাইবুরের ফুটবল খেলা থামাতে দেননি তাঁরা।

ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে মাঝমাঠে নজর কাড়ার পর এবার জাতীয় স্তরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ। গোয়ার ফতোরদায় অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় দলের ট্রায়ালে ডাক পেয়েছে তাইবুর। এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির আগে এই সুযোগই এখন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। বাবার ঘামে ভেজা জামা আর মায়ের বিড়ি বাঁধা হাতের আশীর্বাদ নিয়েই তাইবুরের লড়াই— একদিন দেশের নীল জার্সি গায়ে চাপানোর।

মানবাধিকারে আবেদন তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

দায়ের করা মামলা চলছে। কুণালের উপর পর-পর হামলা চলায় এদিন মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় জরুরি ভিত্তিতে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ লিখিতভাবে জানিয়েছেন উত্তরপাড়া ও বেলেঘাটায় কী ঘটেছে। মানবাধিকার কমিশনে স্মারকলিপি দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা শুনানিতে থাকব। কলকাতা ও চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার, নারকেলডাঙা, বেলঘাটা, উত্তরপাড়া, ফুলবাগান, কালীঘাট থানার ওসি বা কোনও প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। কমিশনের তরফে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এদিন পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কমিশনের চেয়ারম্যান পুলিশের আইজিকেও ডেকে নেন। তবে এদিন তিনি কোনও শুনানি করেননি।

এদিন পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও অভিযোগ করেন কুণাল ও বৈশ্বানর। কুণাল বলেন, এত বড় ঘটনা ঘটল। ভিডিও ছবি সবাই দেখল। এখনও একজনও দুষ্কৃতী গ্রেফতার হল না! এই ঘটনা ঘটল কী করে, এখনও ধরা হল না কোনও দুষ্কৃতীকে— এটা পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নয় তো কী! মানবাধিকার কমিশনে এসেছি এই কারণেই যে, একজন নাগরিক হিসেবে কোথাও ফ্রি মুভমেন্ট করতে পারব না! যে জায়গায় যাচ্ছি আটকে দেওয়া হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হচ্ছে, গাড়ি ভাঙচুর করে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এদিন কলকাতা হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হন কুণাল। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর আইনজীবী। বিচারপতি মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন।

জট কাটান দ্রুত

(প্রথম পাতার পর) করেছে। কিন্তু আবেগের লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে আছি। কুণাল বলেন, আগামী পুর নির্বাচন ইমানদার বনাম গদ্দারের লড়াই হবে। যাঁরা ইমানদারদের পক্ষে থাকতে চান তাঁরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন। গদ্দারদের কোনও জায়গা থাকবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে সাতটি সোনার বারসহ এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম প্রেম কুমার, বয়স ৪৩ বছর

আমার বাংলা
29 September, 2026 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

শংসাপত্র নিতে এসে কড়া রোদে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহিলা, নির্বাক প্রশাসন

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সরকারি পরিষেবার চরম অবব্যস্থা। বার্ধক্যভাতার আবেদন পূরণ থেকে শংসাপত্র। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে হতাশ হতে হচ্ছে। রোদে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে। কোচবিহারে জন্মের শংসাপত্র ডিজিটাল প্রক্রিয়ার আবেদনের লাইনে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন অপেক্ষারত মহিলারা। কড়া রোদের মধ্যেই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন মহিলারা। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পরও অনেকে পরিষেবা পাননি। দিনকয়েক আগেই রায়গঞ্জে বার্ধক্যভাতার আবেদন পূরণে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক বৃদ্ধা। এ নিয়ে প্রশাসনের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন স্থানীয়রা। এদিনও প্রশাসনের অব্যবস্থা নিয়ে সেই হুঁশিয়ারি দিলেন কড়া রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারতরা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে মহিলারা বলেন, শিশুরা অসুস্থ হলে তার দায় নিতে হবে সরকারকে। প্রসঙ্গত, জন্ম শংসাপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। শিশুদের ভবিষ্যতের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই নথির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে পুরনো জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করার প্রক্রিয়া চলায় বহু মানুষকে সংশ্লিষ্ট পুরসভায় এসে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হচ্ছে। সেই কাজ করাতেই দিনহাটা পুরসভায় সাধারণ মানুষের ভিড় জমছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা নিতে এসে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে তীব্র গরম এবং কাঠফাটা রোদের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় দুর্ভোগ আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ পরিষেবা নিতে আসা নাগরিকদের একাংশের।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবেই দাঁড়িয়ে মহিলারা।

সোমবার দিনহাটা পুরসভা-চত্বরে জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করার জন্য এসে এমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি হন এক মহিলা। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেও কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অথচ এই অপেক্ষার সময়টুকুতে সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে প্রবল রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেই পরিষেবা পাওয়ার অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। এই পরিস্থিতিতে শুধু বয়স্ক মানুষ বা মহিলারাই নন, সঙ্গে থাকা ছোট ছোট শিশুদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ওই মহিলার দাবি, জন্ম শংসাপত্র ডিজিটাল করার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দ্রুত করতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষকে অকারণে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয়, সেই বিষয়ে পুরসভার কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত। পাশাপাশি যাঁরা পরিষেবা নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন, তাঁদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা, বসার জায়গা এবং পানীয় জলের মতো ন্যূনতম সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিও সামনে এসেছে। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সমস্যা দূর করতে পর্যাপ্ত কর্মী, সুশৃঙ্খল লাইন এবং অপেক্ষারত নাগরিকদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো কতটা রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

মহিলার দেহ উদ্ধার

নালায় পড়ে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের হ্যামিলটনগঞ্জ বাজার এলাকায়। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন সাবিত্রী কানু নামে ওই মহিলা। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর বাজার এলাকার একটি নালায় পড়ে যান তিনি। এরপর বেশ কয়েক ঘণ্টা তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে স্থানীয় মানুষজন ওই মহিলাকে নালায় পড়ে থাকতে দেখেন। ওই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই নালার সামনে ভিড় জমান স্থানীয়রা। তাঁদের তৎপরতায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে দ্রুত লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সাবিত্রী কানু(৫৩) নামে ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বাজারে যাওয়ার পথে ওই মহিলা কীভাবে নালায় পড়লেন, তা কারও কাছে পরিষ্কার নয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালচিনি থানার পুলিশ।

দিনে দুপুরে ছিনতাই

বিজেপির রাজত্বে শিকেয় নিরাপত্তা। প্রতিদিন আসছে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির খবর। এবার ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ি। চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দিনেদুপুরে এক গৃহবধূর গলার সোনার চেন ছিনতাইয়ের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার বিকালে ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন কদমতলা এলাকায় এই দুঃসাহসিক ঘটনাটি ঘটে। জনবহুল এলাকায় এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গিয়েছে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন জামালদহের বাসিন্দা নবীনচন্দ্র বর্মন। অভিযোগ, ময়নাগুড়ির কদমতলা এলাকায় পৌঁছতেই একটি বাইকে চেপে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় যুবক কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছবি দেবী নামের ওই গৃহবধূর গলা থেকে সোনার চেনটি ছাঁচিয়ে নিয়ে ময়নাগুড়ির দিকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

কচ্ছপ উদ্ধার

প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে বরাবাজারের মধ্যেই বিক্রি হচ্ছে কচ্ছপ। অবশেষে স্থানীয়দের তৎপরতায় উদ্ধার হল কচ্ছপ। কালিয়াগঞ্জের ধনকৈলের ঘটনা। সোমবার কালিয়াগঞ্জ হাটের মাছ পট্টি এলাকায় প্রকাশ্যে নদী ও চিতি কাছিম বিক্রি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশকে দেখতে পেয়েই কচ্ছপ ও কাছিমগুলি ফেলে রেখে চম্পট দেয় বিক্রেতারা। এরপর পুলিশ সেগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

এবিভিপিতে যোগদানের চাপ, ক্লাসে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : শিক্ষাক্ষেত্রেও বিজেপির নোংরা রাজনীতি চলছে। এবিভিপিতে যোগদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে পড়ুয়াদের। তৈরি হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ। এই চাপ থেকে অব্যাহতি পেতে ক্লাসরুমের মধ্যে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করল পড়ুয়া! সোমবার জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন কলেজে ইন্টারনাল পরীক্ষা চলছিল। আর এর মাঝেই প্রথম সেমিস্টারের পড়ুয়া ওই অর্ণব সরকার আচমকাই ব্যাগ থেকে কেরোসিনের বোতল বের করে শরীরে ঢালতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, লাইটারও বের করেন। কিন্তু সেই সময় ক্লাসে থাকা ইতিহাসের অধ্যাপক তাঁকে বুঝিয়ে লাইটারটি ছিনিয়ে নেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসেন কলেজের অধ্যক্ষ। এরপর ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে অফিস রুমে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই ছাত্রের অভিযোগ, এবিভিপিতে যোগদানের জন্য তাঁকে লাগাতার চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এমনকী তাঁর দাবি, রাজি না হওয়ায় গত দু'মাসে তাঁকে একাধিকবার মারধরও করা হয়েছে। ভয়ে ওই পড়ুয়া এতদিন কলেজে আসতে পারেননি। এদিন ইন্টারনাল পরীক্ষা থাকায় কলেজে উপস্থিত হলে ক্লাসের ভেতরেই তাঁকে ফের মারধর করা হয়, যার ফলস্বরূপ তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন বলে জানান। এর আগে তিনি অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিতেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন বলে তাঁর দাবি।

আতঙ্কে ওই ছাত্র।

রাতের অন্ধকারে বন্ধ হল ফুলেশ্বরী রেলগেট, ক্ষোভ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : গভীর রাতে রেললাইন স্থায়ী ভাবে বন্ধ করা হল শিলিগুড়িতে, কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর। সোমবার থেকেই ওই রেলগেট খোলা বন্ধ হওয়ার ফলে ফুলেশ্বরীর বাসিন্দাদের যাতায়াতের পরিবর্তন এসেছে। সাধারণ মানুষের চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রেললাইনের পরিবর্তে ফুলেশ্বরীর আন্ডারপাস ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার মানুষ রেললাইন দিয়ে যাতায়াত করতেন। রেলের নতুন সিদ্ধান্তের পর থেকে সেই পথ আর ব্যবহার করা যাবে না। এখন থেকে আন্ডারপাস দিয়েই চলাচল করতে হবে সাধারণ মানুষকে। এই আন্ডার পাস নিয়ে মানুষের ভোগান্তির কারণ একটু বৃষ্টিতেই জল জমে থাকে, রাস্তার বেহাল দশা, স্কুল বাস গেলেই যানজটের সম্মুখীন হতে হবে সাধারণ মানুষকে পুজোর মুখে এই ভোগান্তি পোহাতে ইতিমধ্যেই ভীত শহর বাসী, প্রশাসনের তরফে ফুলেশ্বরী রেল লাইনটি বন্ধ করার নোটিশ জারি করা হলেও তা জানানো হয়নি বলেই অভিযোগ বাসিন্দাদের

জলাশয় তৈরি করেছে তৃণমূল, বেড়েছে পাখির সংখ্যা

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

পক্ষীনিবাসে বিদেশি পাখির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল জলাশয়। পর্যাপ্ত খাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তার ফলই ধরা পড়ছে পক্ষী গণনায়। এবারে কুলিক পক্ষীনিবাসে প্রচুর পরিমাণে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন এর একমাত্র কারণই হল পক্ষী নিবাসে জল ও

পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা। শুমারি অনুযায়ী মোট পরিযায়ী পাখির সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বন অঞ্চলের জলাশয় ও গাছপালায় বিচরণকারী প্রধান পাঁচটি পরিযায়ী পাখির মোট সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩১২। গণনাকৃত এই প্রজাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে ওপেন বিল স্টর্ক। যার গড় সংখ্যা প্রায় ৭৩,৫২৫। এছাড়া অন্যান্য প্রধান পরিযায়ী প্রজাতির মধ্যে রয়েছে— ইগ্রেট: ১৬,৪৭১ প্রায়, কোরমোরেন্ট: ৭,৯৫৮, গ্লসি আইবিস: ৬,৫৪৬, নাইট হেরন: ৪,৮১।

আমার বাংলা
29 September, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেজিনগরে রবিউলের হয়ে প্রচারে একঝাঁক তৃণমূল নেতা-নেত্রী

রেজিনগর থেকে বাজবে মোদিবাবুর বিদায়ঘণ্টা : উপাসনা

সংবাদদাতা, রেজিনগর : 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান। কী দাদা, খেলা হবে তো?' রেজিনগরের জনগণকে এভাবেই উৎসাহিত করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের প্রধান যুবনেত্রী উপাসনা চৌধুরি। সোমবার রেজিনগর বিধানসভার কাপাসডাঙা অঞ্চলের নবাববাড়ি এলাকায় এক পথসভার আয়োজন করেছিল 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'। দলের উপনির্বাচনের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরিকে সমর্থন জানিয়ে এদিন উপস্থিত হন যুবনেত্রী উপাসনা। মঞ্চে বক্তব্য পেশের সময় উপাসনা হুমায়ুন কবিরের নাম না করে বলেন, রেজিনগরের আবেগ নিয়ে যারা খেলল, তাদের সমর্থন করবেন না। রেজিনগরের সেই গদ্দারকে ভোট দেবেন না। বিজেপি আপনাদের মাঝে এসে বিভাজনের রাজনীতি করছে। রেজিনগরের মাটি প্রমাণ করুক যে, ২০২৯ সালে মোদিবাবুর বিদায় ঘটবে। 'জয় বাংলা' বললে যারা বলে রোহিঙ্গা, তার অন্তত বাংলার ভালো চায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ পর্যন্ত কারও সামনে মাথানত করেননি। কাউকে কোনওদিন ভয় পাননি। রেজিনগরের সেই মায়েদের ক্ষমতা আছে যে রবিউল আলম চৌধুরির পাশে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করার। উপাসনা বলেন, এই লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির লড়াই নয়, এ লড়াই মাটির লড়াই। এই মাটি দখল করতে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি। আমরা একসঙ্গে সকলে মিলে বাঁচতে চাই। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি সেটা বাস্তবে প্রমাণ করতে পারেনি। যে মানুষটি নিজের কথা না ভেবে আপনাদের কথা ভেবেছে তাঁর নাম কী? তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আপনাদের হৃদয়ে গেঁথে আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারেননি। উপাসনা বলেন, খামে ভরে যারা বিজেপির কাছে টাকা নিত, সেই বালিশচাটাদের হাতে ভগবান খামচিহ্ন ধরিয়ে দিয়েছে, ঈশ্বরের কি লীলা। এদিনের জনসভায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, তৃণমূল বিধায়ক বাবর আলি, প্রাক্তন বিধায়ক মহম্মদ আলি, তৃণমূল নেত্রী শাওনি সিংহরায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন স্থানীয় বহু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকেরা।

পাঁচ মাস ধরে পাওয়া যাচ্ছে না সাইকেল, বিক্ষোভে পড়ুয়ারা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্পগুলির অন্যতম ছিল 'সবুজ সাথী'। বিশেষত গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে এই সাইকেল ছিল মস্ত সহায়। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর আর পড়ুয়াদের সাইকেল মিলছে না। তার জেরেই স্কুলে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রী ও অভিভাবকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের খাড়বান্দি হাইস্কুলে। ছাত্রীদের বক্তব্য, প্রায় পাঁচ মাস হতে চলল এখনও তাঁরা সরকারি সাইকেল পাননি। তাঁদের কথায়, একই শ্রেণির ছাত্ররা সাইকেল পেলেও ছাত্রীদের এখনও সাইকেল দেওয়া হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, বর্তমানে বিক্ষোভকারী ছাত্রীদের নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় সরকারি সাইকেল পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে দশম শ্রেণিতে উঠলেও এখনও সাইকেল পাননি। এদিকে, নতুন করে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া পড়ুয়ারাও সরকারি সাইকেল পাওয়ার জন্য যোগ্য হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ছাত্রীদের কথায়, দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে অপেক্ষা করেও কোনও সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, মোট ৭৭ জন ছাত্রী এখনও সরকারি সাইকেল থেকে বঞ্চিত। সাইকেল না পাওয়ার কারণ কী এবং কবে তাদের সাইকেল দেওয়া হবে, তা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অভিভাবকদের কথায়, গত পাঁচ মাস ধরেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। অতীতে এরকম সমস্যা হয়নি। যত গন্ডগোল নতুন সরকার আসার পরেই! স্কুলের প্রধান শিক্ষক চঞ্চল পাল বলেন, কারা সাইকেল পাবে এটা ঠিক করে বিডিও অফিস, এখানে আমাদের কোনও হাত নেই। কবে দেওয়া হবে নির্দিষ্টভাবে বিডিও অফিস থেকে আমাদের জানায়নি। সাইকেল বিতরণে স্কুল বা প্রধান শিক্ষকের কোনও ভূমিকা নেই। সবার নামই দেওয়া আছে বিডিও অফিসে।

রানাঘাটে সমবায় ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, নদিয়া : ধুন্ধুমার কাণ্ড নদিয়ার সরকার পোষিত একটি সমবায় ব্যাঙ্কের রানাঘাট অঞ্চলের একটি শাখায়। জানা গিয়েছে, পাঁচপোতা অঞ্চলের সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রেখে ফেরত পাচ্ছেন না গ্রাহকেরা, এমনই অভিযোগে আজ একাধিক গ্রাহক টাকা ফেরতের দাবিতে পাঁচপোতা ব্যাঙ্ক ও পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বছরতিনেক ধরে তদ্বির করলেও নিজের টাকা ফেরত পাননি, তাই সেই ব্যাঙ্কের গ্রাহকেরা আজ কৃষ্ণগরের সমবায় ব্যাঙ্কের হেড অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গ্রাহকদের অভিযোগ, পাঁচপোতা সমবায় ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার এবং সেক্রেটারি গ্রাহকদের টাকা আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি করছেন অথচ প্রায় তিন বছরের বেশি হয়ে গেল, এই ব্যাঙ্কে যাঁরা টাকা রেখেছেন তাঁরা টাকা ফেরত পাচ্ছেন না। তাঁদের আরও অভিযোগ, বারংবার ব্যাঙ্কে এসে টাকা ফেরত চাইলেও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি নদিয়া জেলার মুখ্য কার্যালয়ের আধিকারিকরা।

খড়্গাপুর রাজবাড়িতে 'কিচেন লাইভ'

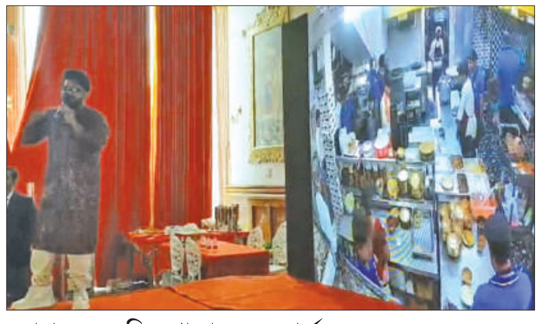

■ রান্নাঘরের ছবি দেখা যাচ্ছে বড় পর্দায়।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : সারাদেশে এই প্রথম 'কিচেন লাইভ' ফিচার নিয়ে এল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রেলশহর খড়্গাপুরের রাজবাড়ি। মূলত রাজাদের জেলা এই মেদিনীপুর। আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন। তাই রাজাদের মতো আপ্যায়ন খাওয়াদাওয়া এবং একই সঙ্গে তাদের রীতিনীতি বজায় রাখার জন্য ২০২৪ সালে পথ চলা শুরু হয় রাজবাড়ি রেস্তোরাঁর। গুটিগুটি পায়ে দুবছর অতিক্রান্ত। এবছর উদ্বোধন হল এই নতুন ফিচারের— নাম কিচেন লাইভ। এর বৈশিষ্ট্য হল, কোনও কাস্টমার খাবার অর্ডার করার সঙ্গে সঙ্গে সেই খাবার রান্নাঘরে কীভাবে রান্না হচ্ছে তা সে দেখতে পাবে নিজের মোবাইলে। তাতে একদিকে যেমন গ্রাহকদের সন্তুষ্টি মিটবে সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মানা হবে এবং খাবারের মান উন্নত হবে। এইদিন বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে এসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল এই উদ্যোগের। কর্তৃপক্ষের দাবি, এই ফিচার ভূ-ভারতে কোনও রেস্টুরেন্টেই নেই। রাজবাড়ির কর্ণধার শুভম ঘোষ সেই যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের কাছে। খড়্গাপুরের রাজবাড়ি এখনও পর্যটকদের কাছে এক বড় আকর্ষণ। সেখানে সারা বছর মানুষ আসেন দেখতে। তাঁদের কাছে এখন রাজবাড়ির এই ভোজনালয় অতিরিক্ত আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

পুজোর আগে বাঁকুড়ায় বিপুল পরিমাণ শব্দবাজি উদ্ধার। গ্রেফতার এক ব্যবসায়ী। ধৃতের নাম সঞ্জয় মুসিব

বন্যার জলে ডুবে রয়েছে ঘাটাল, প্রশাসন নির্বিকার

প্রতিবেদন : নাগাড়ে বাড়ছে নদীগুলির জলস্তর। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মানুষের দুর্ভোগ। চন্দ্রকোণা ও ঘাটালের জনজীবনের চিত্রটা এমনই। প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। দুই এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায় কৃষকরা চিন্তায়। আলু চাষের ক্ষতি হয়েছে। লাভের মুখ দেখতে না পেয়ে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এখন আবার বন্যার জলে ডুবে রয়েছে বিঘার পর বিঘা জমি। আনাজ চাষও ক্ষতির মুখে।

শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে চন্দ্রকোণার দুটি ব্লকের সাতটি পঞ্চায়েত। সবথেকে খারাপ অবস্থা চন্দ্রকোণা-১ ব্লকের মানিককুন্ডু, মনোহরপুর-১, মনোহরপুর-২ পঞ্চায়েতের। কুলদহ, পাইকপাড়া, চাঁদুর, সীতারামপুর, নিশ্চিন্তপুর, বাঁকা, সুলতানপুর, মানিককুন্ডু প্রভৃতি গ্রামে ধান চাষের পাশাপাশি আনাজ চাষ করেন কৃষকরা। ভারী বৃষ্টিতে জমিতে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নদীর জল মাঠে ঢুকে ডুবে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা আনাজ চাষ। নদীর জল না কমা পর্যন্ত প্লাবিত এলাকা থেকে জল নামতে সময় লাগবে। আর ততদিনে চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিকের প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যা নিয়ে প্রশাসনের উপর ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কৃষক মহলের।

বানভাসি ঘাটাল। জলেই জীবন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

পিড়াকাটাতে হাতিমৃত্যুতে ধৃত ১, প্রশ্নে বিদ্যুৎ দফতর

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : রবিবার সকালে পিড়াকাটার হাড়তোড়া এলাকায় দুটি হস্তি শাবক-সহ একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। হাতিগুলির ইলেকট্রিক শকেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘটনায় পিড়াকাটার রঞ্জা এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম শ্যামল মাহাত (৪২)। বন দফতর সূত্রে খবর, ইলেকট্রিক পোস্ট থেকে তার নিয়ে গিয়ে জমিতে সেচের জন্য নিজের সাবমার্সিবল পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ করেছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই তারে শক খেয়ে মারা যায় ২ এবং ৪ বছরের দুটি হস্তিশাবক এবং ৩০ বছরের একটি পূর্ণবয়স্ক মা হাতি। ঘটনার পরেই বিদ্যুৎ দফতরে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় বন দফতর। জানতে চাওয়া হয়, ওই লাইনের সংযোগ বৈধ ছিল কিনা। কোনও ব্যক্তির নামে সংযোগ নেওয়া হয়েছিল কিনা। রিপোর্ট আসার পর শ্যামল মাহাত নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের একাধিক ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। সোমবার তাকে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয়। এদিকে বাঁশের খুঁটি এবং গাছে তার জড়িয়ে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া নিয়ে বিদ্যুৎ দফতরের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছে বনদফতর।

ধৃতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালতে।

ট্রেন থেকে ঝাঁপ যাত্রীর

প্রতিবেদন : এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ঝাঁপ যাত্রীর। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার সশিন্দা রেলগেট সংলগ্ন নয়নজুলি থেকে এক যাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। রেল সূত্রে খবর, মৃতের নাম ডেভিড তিগ্গা (৩২)। অসমের বাসিন্দা ওই যুবক এক আত্মীয় ও এক বন্ধুর সঙ্গে হায়দরাবাদ থেকে অসম ফিরছিলেন চারলপল্লি এক্সপ্রেসে। ডেভিডের আত্মীয়ের দাবি, রবিবার রাতে বেলদা স্টেশন পার হওয়ার পর আচমকা ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন তিনি। সোমবার সকালে খড়গপুর জিআরপির সহায়তায় সশিন্দা ২৬ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে ডেভিডের দেহ উদ্ধার হয়। কী কারণে তিনি ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়।

ধুবুলিয়ায় বিদ্যাসাগর-স্মরণ

প্রতিবেদন : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নদিয়ার ধুবুলিয়া কথাশিল্প স্থানীয় শিশু নিকেতন স্কুলের বীণাপাণি সভাগৃহে এক স্মরণ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার প্রধান পীতম ভট্টাচার্যের প্রাক্ কথনে সূচনা। ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, সুব্রত গাঙ্গুলি, দিলীপ পাল, তপন বসাক প্রমুখ। তাঁরা বিদ্যাসাগরের জীবন ও কাজ নিয়ে আলোকপাত করেন।

ফ্রিজ খুলে আপেল খেয়ে নগদ ও গয়না নিয়ে চম্পট

প্রতিবেদন : অভিনব চুরির ঘটনা ঘটল পূর্ব বর্ধমান থানার পূর্বস্থলীতে। এবার চুরির ঘটনা ঘটল নিমদহ গ্রামে। জানা গিয়েছে, দুটো বাড়ি মিলিয়ে প্রায় ১৪ ভরি সোনার গয়না এবং দেড় লক্ষ টাকার গয়না লুট করে চোরেরা। এখানেই অবশ্য শেষ নয়। চুরির আগে ফ্রিজ খুলে আপেল, চকোলেট সহ বিভিন্ন খাবারদাবার খায় চোরেরা। কালনা-কাটোয়া রোডের ছাতনি মোড় থেকে জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথে রাসমণি স্মৃতি ভবন রয়েছে। সেখানেই পাশাপাশি দুটি বাড়িতে ঘটে চুরির ঘটনা। রবিবার দুপুরে বাড়ি ফিরে চুরির বিষয়টি টের পান গৃহকর্তার স্ত্রী। জানা গিয়েছে, চিলেকোঠার অংশের চাল ভেঙে সম্ভবত ঢুকেছিল চোরেরা। শাবল দিয়ে স্টিলের আলমারি ভাঙে। ১২ ভরি সোনার গয়না ও নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ওই মহিলার স্বামী সেনায় কর্মরত। কর্মসূত্রে থাকেন অরুণাচল প্রদেশে। মহিলা বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে কাজ হাসিল করে চোরেরা। পাশে ওই মহিলার ভাসুরের বাড়িতেও যায় চোরের দল। সোনার গয়না, নগদ টাকা লুটপাটের পাশাপাশি ফ্রিজ থেকে খাবার খায় চোরেরা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফ্রিজ খুলে আপেল-চকোলেট খেয়ে পালিয়ে গেল চোরেরা!

রহস্যমৃত্যু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার

প্রতিবেদন : বাঁধে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিলেন আসানসোলের বারাবনির ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র। সোমবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। রবিবার বিকেলে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে বারাবনি ব্লকের পানুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্দিরা ড্যামে। মৃতের নাম সুপ্রিয় চক্রবর্তী (২১)। কলকাতার একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেন তিনি। বাড়ি আসানসোলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুপ্রিয় ও তাঁর পাঁচ বন্ধু রবিবার বিকেলে বারাবনির মন্দিরা ড্যামে নেমেছিলেন স্নান করতে। স্নান করার সময় হঠাৎই তলিয়ে যান সুপ্রিয়। বন্ধুরা চেষ্টা করেও তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। এরপর তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। সোমবার সকালে দেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে, শনিবার বিকেলেও ছয় যুবক ড্যামে এসেছিলেন। ভিডিও বানিয়েছিলেন। রবিবার স্নান করতে নেমে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আসানসোলের সুপিয়, পরমপ্রীত সিং ছাড়াও রবিবার বিকেলে ড্যামে এসেছিলেন বার্নপুরের প্রথমকুমার প্রসাদ, ধানবাদের সংযোগ দে, পাটনার কৃষ্ণা কাশ্যপ, গয়ার রনিত রাজ। সকলেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাসিন্দা। বাঁধের জলাশয়ে তল্লাশি চালিয়ে সুপ্রিয়র দেহ উদ্ধার হয়। দেহের ময়নাতদন্ত হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে।

দাদার লালসার শিকার বোন

প্রতিবেদন : মাসতুতো দাদার যৌন লালসার শিকার নাবালিকা। নদিয়ার ভীমপুরের ঘটনায় ছিছি রব উঠেছে। গুরুতর অসুস্থ নাবালিকা। কুকীর্তি করে পালিয়েও রক্ষা পায়নি অভিযুক্ত যুবক। মফিজুল শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্যাতিতা ও প্রতিবেশিরা দোষীর কঠোরতম শাস্তি চেয়েছেন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বাড়িতে একা ছিল ১১ বছরের মেয়েটি। বাবা চাষের কাজে মাঠে গিয়েছিলেন। মা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুবাদে তার মাসতুতো দাদা, বছর কুড়ির মফিজুল বাড়িতে ঢুকে ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ করে দেয়। এরপর নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালায়। কিছুক্ষণ পর নাবালিকার কান্না শুনতে পান প্রতিবেশিরা। সঙ্গে সঙ্গে নাবালিকার বাবাকে খবর দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। মফিজুলকে স্থানীয় একটি কুলবাগান থেকে ধরে স্থানীয়রাই পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

নাবালিকার চিকিৎসা ও মেডিকেল পরীক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ জানানোর পর তদন্ত শুরু হয়। ধৃত যুবক তাদেরই আত্মীয় বলে জানিয়েছে নাবালিকার বাবা।

বর্ধমানে গোষ্ঠী কোন্দলে কোণঠাসা বিজেপি

প্রতিবেদন : বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে। এবারও ঘটনাস্থল বর্ধমান। বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি রদবদলকে কেন্দ্র করে চরম বিতর্ক ও গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর অভিজিৎ তা-কে সরিয়ে পেশায় আইনজীবী আশিস পালকে নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করার পরেই পার্টি অফিসে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করতে দেখা যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক নেতাকে।

এরপর বিজেপির তরফে বলা হয়, ৪ মে ক্ষমতায় আসার পর যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, নতুন সভাপতি আসার পরে যাতে দল সুষ্ঠুভাবে চলে সেই কামনায় গঙ্গাজল ছেটানো হয়েছে। অন্যদিকে, নতুন জেলা সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন আদি বিজেপির এক নেতা। এই আদি ও নব্য বিজেপির সংঘাত দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে বর্ধমানে। এর আগে কালনায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর নেতা থানার সামনে হাতাহাতিতে জড়িয়েছিলেন। আর তার জন্য পুলিশের ধমকও শুনতে হয়েছিল দুই নেতাকে। দুদিন যেতে না যেতেই ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ্যে এল। গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে।

১০
২৯ সেপ্টেম্বর
২০২৬
মঙ্গলবার

দিল্লি দরবার

29 September, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খেলতে গিয়ে ট্রাক্টর থেকে ২৫০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে মৃত্যু হল ৩ বছরের শিশু নেহার। রবিবার সন্ধ্যায় হরিয়ানার ফরিদাবাদের সিহি গ্রামের ঘটনা। প্রায় ১০ ঘণ্টা অভিযানের পর কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হয় নেহাকে

নির্ভয়াকাণ্ডের স্মৃতি রাজধানীতে

পরপর ধর্ষণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি: রাজধানীতে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। প্রশ্ন তুলল পুলিশ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। অতিসম্প্রতি একাধিক গণধর্ষণের ঘটনায় এবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কড়া পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নয়ে সোমবার রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করল বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজধানীতে জননিরাপত্তা যে বেহাল অবস্থা তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে ২০১২ সালের নির্ভয়া-কাণ্ডের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধে শুধু সহমর্মিতাই যে যথেষ্ট নয়, চাই কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রাজধানীর মতো শহরে এই ধরনের ঘটনায় জননিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে আদালত বিশেষভাবে পর্যাপ্ত আলো, নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবের বিষয়টিও উল্লেখ করেছে। পার্ক কিংবা গণপরিবহণের মতো জায়গাগুলিকে কোনও ভাবেই অপরাধের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে দেওয়া যায় না বলেও আদালতের পর্যবেক্ষণ। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির সঙ্গে ২০১২ সালের দিল্লির নির্ভয়া-কাণ্ডের প্রসঙ্গও টেনেছে শীর্ষ আদালত। বিশেষ করে চলন্ত স্লিপার বাসে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলেই সুপ্রিম

স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ

কোর্ট নির্ভয়াকাণ্ড মনে করিয়ে দিয়েছে। কারণ, ২০১২ সালে নির্ভয়াও চলন্ত বাসে ভয়ংকর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তারপর থেকে বাসে এবং অন্যান্য জায়গায় সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতেই আদালতের বক্তব্য, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নির্ভয়া-কাণ্ডের সেই ভয়াবহ স্মৃতির সঙ্গে তুলনা না করে পারা যায় না। অর্থাৎ, দিল্লিতে বিজেপি প্রশাসন এবং পুলিশের অপদার্থতা শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণেই স্পষ্ট।

গত মাসের শেষ দিকে একটি স্লিপার বাসে এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর বাসিন্দা ওই কিশোরী নয়ডার সেক্টর ৬৩-এর দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাসের চালক ও কন্ডাক্টর তাকে ধর্ষণ করেন এবং পরে দিল্লির কাশ্মীরি গেট এলাকায় রাস্তায় ফেলে যান বলে অভিযোগ। এর কিছু দিন পর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দিল্লির স্বরূপনগর এলাকায় রাস্তার ধারে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে ওই কিশোরীকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ সামনে আসে।

এর পর গত সপ্তাহে কালকাজি মন্দিরের কাছে একটি পার্কে আরও এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, অভিযুক্তেরা নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে কিশোরীকে ভয় দেখিয়েছিলেন। অভিযুক্তদের মধ্যে এক জন অতীতে পুলিশের চর হিসেবে কাজ করতেন বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। পর পর এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের পর শুধুমাত্র সহমর্মিতা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। অপরাধের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রাজধানীতে একাধিক নাবালিকাকে ঘিরে এমন অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল আগ্রার বাড়িতে

জ্ঞানেশ গদ্দার, ভোট চোর লেখা হল কালো কালিতে

আগ্রা: জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে আমজনতার ক্ষোভ কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তার আরও প্রমাণ মিলল সপ্তাহের প্রথম দিনেই। ক্ষোভ আছড়ে পড়ল তাঁর আগ্রার বাড়িতেও। বাড়ির পাঁচিল আর দেওয়াল জুড়ে বিক্ষোভকারীরা কালো কালি দিয়ে লিখে দিল, 'জ্ঞানেশ গদ্দার, জ্ঞানেশ ভোট চোর'। বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল বিরোধীরা। জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান ওঠে তাঁর বাড়ির সামনেই। সেই স্লোগানে গলা মেলান স্থানীয় মানুষও। এদিন জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কিছুটা অভিনবত্ব এনেছিল দিল্লির যুব কংগ্রেস। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মুখের আদলে মুখোশ পরে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে রাজধানীর রাজপথে নামেন যুব কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা দেশ। দিকে দিকে চলছে প্রতিবাদ কর্মসূচি। সোমবার সেই বিক্ষোভের আঁচ পড়ল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আগ্রার বাড়িতে। তাঁর বিজয়নগরের বাড়ির সামনে হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কংগ্রেসকর্মীরা। আর সেই বিক্ষোভের সময় বাড়ির পাঁচিল থেকে দেওয়াল জুড়ে কালো কালিতে লেখা হয় 'জ্ঞানেশ গদ্দার জ্ঞানেশ চোর'। পরে সেই ছবি সমাজমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। যুব কংগ্রেসের সমাজমাধ্যম হ্যান্ডেল থেকেও বিক্ষোভের ছবি সামনে আসে।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ

করছে কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশেও একাধিক কর্মসূচি হয়েছে। সোমবারের কর্মসূচি শুধু আগ্রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ বিভিন্ন রাজ্যেও বিরোধী দলগুলির প্রতিবাদ কর্মসূচি করে। বিহারের পটনায় বাম দলগুলিও বিক্ষোভে নামে। দিল্লিতে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা জ্ঞানেশ কুমারের মুখের আদলে তৈরি মুখোশ পরে এবং হাতে প্রতীকী হাতকড়া লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের মূল দাবি, নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগ করতে হবে। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' ও আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে, ২ অক্টোবর থেকে মুম্বইয়ে আন্দোলন শুরু করে পরে দেশের বিভিন্ন শহরে তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের মূল অভিযোগ এসআইআর পদ্ধতি এবং নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে। সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অভিযোগ ওঠে, এসআইআর নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের দুই কমিশনার সিংহ সান্ধু এবং বিবেক যোশীকে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়নি। এই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পরেই জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো করে বিরোধী দলগুলি। সেইসঙ্গে কংগ্রেস-সহ একাধিক দল সংসদীয় পথে তাঁকে অপসারণের উদ্যোগের নেওয়া শুরু করেছে।

জ্ঞানেশকন্যার মামলায় শুনানিতে অগ্রাধিকার কেন? প্রধান বিচারপতিকে চিঠি ক্ষুব্ধ আইনজীবী সংগঠনের

নয়াদিল্লি : জ্ঞানেশকন্যা মেধা রূপমের মামলার শুনানিতে বিশেষ অগ্রাধিকার কেন? এত তড়িঘড়ি কোন যুক্তিতে? রোস্টার বদলেরও যৌক্তিকতা কোথায়? প্রশ্ন তুলল শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী সংগঠন 'লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর কনস্টিটিউশন' (এলএএফসি)। এ বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সংগঠনের পক্ষ থেকে খোলা চিঠি দেওয়া হল প্রধান বিচারপতিকে। সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে বিচারপ্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। লক্ষণীয়, বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা, নির্ধারিত প্রশাসনিক নিয়মাবলি এবং সাংবিধানিক পদের প্রভাব নিয়ে এক অভূতপূর্ব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে অংশ নেওয়া এক ছাত্রী আন্দোলনকারীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটক করা এবং সেই সংক্রান্ত মামলায় নয়ডার জেলাশাসক মেধা রূপমের আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান রোস্টার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটি বিশেষ বেঞ্চে মামলাটি পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। উপরন্তু, দেশের উচ্চতম আদালতের

বিচারপ্রক্রিয়ার উপরে আস্থা ধাক্কা খাচ্ছে

এই শুনানির সময় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের অডিও মিউট করে দেওয়া এবং গণমাধ্যমের অ্যাক্সেস রুদ্ধ করার মতো অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই গুরুতর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। আবেদনকারী জেলাশাসক মেধা রূপম ভারতের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কন্যা হওয়ায় মামলাটির এই তড়িঘড়ি ও বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক শুনানি আইনজ্ঞ মহলে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ভারতের প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ দাবি করে খোলা চিঠি পাঠিয়েছে শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী সংগঠন 'লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর কনস্টিটিউশন'। প্রধান বিচারপতিকে লেখা খোলা চিঠিতে এলএএফসি স্পষ্ট উল্লেখ করেছে যে, জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে আটক সংক্রান্ত মামলাগুলি সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান রোস্টার অনুযায়ী যে বেঞ্চে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, সেখানে আসার কথা নয়। মামলাটি যেভাবে একটি বিশেষ বেঞ্চে স্থানান্তর করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে এটি বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, আবেদনকারী মেধা রূপম একজন সরকারি আমলা হওয়া ছাড়াও ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কন্যা। সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে মামলাটির এই দ্রুত ও বিশেষ শুনানির ব্যবস্থা বিচারব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত ভুল নজির তৈরি করছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা এবং বিচারপতি এন কে সিংহের বেঞ্চে মামলাটি বিচারাধীন ছিল। অথচ গত ১৩ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া সুপ্রিম কোর্টের রোস্টার অনুযায়ী, আগাম সতর্কতামূলক আটক সংক্রান্ত কোনও মামলার বিচার করার এক্তিয়ার ওই বেঞ্চের নেই। বন্দিমুক্তি এবং প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি বিভি নাগরত্না ও বিচারপতি এমএম সুন্দরেশের নেতৃত্বাধীন প্রথম চারটি বেঞ্চেরই কেবল শোনার কথা। নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভ সংক্রান্ত মূল বিষয়টি, যার সঙ্গে ডিএম মেধা রূপমের এই আবেদনটি সরাসরি যুক্ত, সেটি বর্তমানে বিচারপতি বি ভি নাগরত্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চেই বিচারাধীন রয়েছে। আইনজীবী সংগঠনের খোলা চিঠিতে শুনানির স্বচ্ছতা নিয়েও জোরালো প্রশ্ন তোলা হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শর্মা ও বিচারপতি সিংহের বেঞ্চ এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি আদেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। আকৃতি চৌধুরীকে এনএসএ-র অধীনে আটক করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে হাইকোর্ট নয়ডার ডিএম মেধা রূপমের বেতন থেকে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই ছাত্রীকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

দিল্লিতে শরতের অতিথি শীত

নয়াদিল্লি: রাজধানীতে শরতের অতিথি হয়ে এল শীত। সেপ্টেম্বরের রাতেই ডিসেম্বরের আগমন-বার্তা। গত ২৫ বছরে কিন্তু এমনটি হয়নি মোটেই। কেউ আশাও করেনি। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই রবিবার রাতে এমনই অবস্থা হয় যে সাত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয় এসি, এমনকী পাখাও। অনেকে আবার টেনে নেন কম্বলও। রিজ এলাকায় তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পাল্লা দিয়ে হ্রাস পায় অন্য এলাকার তাপমাত্রাও। দিল্লিতে ওই তারিখের হিসেবে দ্বিতীয় শীতলতম রাত। গত দুবছরে শীতলতম। কিন্তু কেন এমন হল? এল-নিনোর প্রভাব, নাকি টানা ঝড়-বৃষ্টি? উত্তর খুঁজছেন বিশেষজ্ঞরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশের কোনও কোনও অংশ যখন বৃষ্টিতে ভাসছে, তখন কোনও অংশ আবার খরাকবলিত! এর জেরে ধাক্কা খেয়েছে কৃষিকাজ। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রক বলছে, চলতি বছরের বাকি দিনগুলিতেও এল নিনোর প্রভাবে ধাক্কা খেতে পারে ফসল উৎপাদন

সোহরাবুদ্দিন ভুয়ো এনকাউন্টার মামলা

খালাসপ্রাপ্ত ২২ জনের মামলার কিছু দিক খতিয়ে দেখতে রাজি হয়েছে শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি: বহুল চর্চিত সোহরাবুদ্দিন শেখ, তাঁর স্ত্রী কউসার বি এবং সহযোগী তুলসীরাম প্রজাপতির 'ভুয়ো' এনকাউন্টার মামলায় গুজরাত ও রাজস্থানের ২১ জন পুলিশ কর্মী-সহ মোট ২২ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়ার কিছু দিক খতিয়ে দেখতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার মামলার শুনানির সময় ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে খালাস পাওয়া ২২ জন ব্যক্তিকেই নোটিশ পাঠাতে হবে। প্রসঙ্গত, গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন এই মামলাতেই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেল খেটেছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সোহরাবুদ্দিন মামলায় ২০১৮ সালের ২১ ডিসেম্বর নিম্ন আদালত ২২ জনকে খালাসের নির্দেশ দিয়েছিল, যা ২০২৬ সালের ৭ মে উচ্চ আদালত বহাল রাখে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, মামলাটির পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড না তলব করে প্রসিকিউশনের গুরুত্বপূর্ণ ৩-৪ জন সাক্ষীর লিখিত জবানবন্দি পরীক্ষা করে এই খালাসের বিষয়টি দেখা হবে। শুনানিকালে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রসিকিউশনের ৯২ জন সাক্ষীর 'হোস্টাইল' বা বৈরী হয়ে যাওয়ার বিষয়টি শীর্ষ আদালতের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, একসঙ্গে ৯২ জন সাক্ষীর নিজেদের আগের জবানবন্দি থেকে পিছিয়ে আসা অত্যন্ত গুরুতর চিন্তার বিষয়। উচ্চ আদালতের সমান্তরাল সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও বিচারপ্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন

এই মামলাতেই জেল খাটেন অমিত শাহ

বলে তিনি উল্লেখ করেন, যার সঙ্গে প্রধান বিচারপতিও সহমত পোষণ করেন। তবে শুনানির সময় তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রধান বিচারপতি এটি স্পষ্ট করে দেন যে, উচ্চ আদালতের রায়ের ৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদটি সুপ্রিম কোর্ট খতিয়ে দেখবে না। এই ৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রসঙ্গ রয়েছে, যিনি ঘটনার সময় গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে এই মামলায় অমিত শাহের খালাস পাওয়ার নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য ২০২৬ সালে একটি আবেদন করা হয়, যা উচ্চ আদালত 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে খারিজ করে দিয়েছিল। উচ্চ আদালত জানিয়েছিল যে, নিম্ন আদালত সঠিক আইনি নীতির ভিত্তিতে রায় দিয়েছে এবং সাক্ষীরা বয়ান পরিবর্তন করায় রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ কর্তাদের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলেনি।

২০০৫ সালের নভেম্বরে শুরু হওয়া এই মামলায় বহু মোড় এসেছে। পরবর্তীতে ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্তভার গ্রহণ করে এবং ২০১২ সালে মামলাটি মহারাষ্ট্রের বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত হয়। সিবিআই চার্জশিটে পুলিশ কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের যোগসাজশের অভিযোগ এনে ৩৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। যদিও পরবর্তীতে নিম্ন আদালত জানায় যে কোনো রাজনৈতিক নেতার সম্পৃক্ততার বিন্দুমাত্র প্রমাণ মেলেনি এবং সিবিআইও নিম্ন আদালতের ২০১৮ সালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেনি। বর্তমানে ৯২ জন সাক্ষীর অবস্থান পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিচার প্রক্রিয়া আদৌ ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না, তা যাচাই করতেই শীর্ষ আদালত সাক্ষীদের বয়ান খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শেয়ার বাজারে বড় ধস

একদিনেই বিনিয়োগকারীদের ৯ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ উধাও

নয়াদিল্লি: পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি এবং মার্কিন বন্ডের সুদের হার ঘিরে উদ্বেগের জেরে সোমবার, সপ্তাহের শুরুতেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস নামল। একদিনেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক সেনসেক্স ১,১২৪.০২ পয়েন্ট বা ১.৫২ শতাংশ কমে ৭২,৭৭১.৭২ পয়েন্টে বন্ধ হয়। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক নিফটি ৫০ ৩৬০.২৫ পয়েন্ট বা ১.৫৬ শতাংশ কমে ২২,৭৮০.২৫ পয়েন্টের স্তরের নিচে নেমে আসে। সবমিলিয়ে একদিনেই বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৮.৭৭ লাখ কোটি থেকে ৯ লাখ কোটি টাকা সম্পদ বা মূলধন উধাও হয়ে গেছে। এদিন বড় কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট মূলধনী শেয়ারগুলোতেও ব্যাপক বিক্রিবাট্টার চাপ দেখা দেওয়ায় সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারে ধসের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বাজার জুড়ে এই পতনের প্রবাহ এতটাই ব্যাপক ছিল যে মাঝারি ও ক্ষুদ্র মূলধনী সূচকগুলোও বড় ধাক্কা খেয়েছে। নিফটি মিডক্যাপ ৫০ সূচক ১.৫২ শতাংশ এবং মিডক্যাপ ১০০ সূচক ১.৬৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ সূচকেও ১.৮৫ শতাংশের পতন নথিভুক্ত হয়েছে। বাজারে স্বস্তির কোনো লক্ষণ ছিল না এবং প্রধান সমস্ত সেক্টরাল ইনডেক্স বা খাতভিত্তিক সূচক লাল সংকেতে বন্ধ হয়েছে। সবথেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে নিফটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সূচক, যা ৩.২৪ শতাংশ পড়ে যায়। রিয়েলটি খাতে ২.১২ শতাংশ, মেটাল বা ধাতু খাতে ১.৭৮ শতাংশ, অটোমোবাইল খাতে ১.৬৪ শতাংশ এবং এফএমসিজি খাতে ১.৪৭ শতাংশ পতন হয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল বা ওষুধ খাতের সূচকও ০.৮৯ শতাংশ কমেছে। ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের বড় শেয়ারগুলোতে ভারী বিক্রিবাট্টা দেখা গেছে। দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক এইচডিএফসির শেয়ারের দাম ২.৩০ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি আইসিআইসিআই ব্যাংক ১.৯০ শতাংশ এবং স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) ২.১০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারদরও ২.২৪ শতাংশ কমেছে। আইটি খাতের শেয়ারগুলোও এই পতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। প্রদেয় প্রধান আইটি সংস্থাগুলোর মধ্যে কেবল ইনফোসিস ০.২০ শতাংশ বেড়ে সবুজ সংকেতে বন্ধ হতে পেরেছে। তবে টেক মাহিন্দ্রা ০.২৪ শতাংশ, এইচসিএল টেকনোলজিস ০.৪৫ শতাংশ এবং টিসিএস ০.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর পাশাপাশি নিফটি মিডস্মল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সূচক ০.৫২ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক পরিষেবা সূচক ০.০৭ শতাংশ কমেছে।

হড়পা বান ও ধসে পাহাড় ভেঙে নেমে এল লোকালয়ে!

ফের দুর্যোগ নেপালে, মৃত্যুও

কাঠমান্ডু: গত ২৬ অগাস্টের আকস্মিক বন্যার ক্ষত এখনও টাটকা। ফের এক মাসের মাথায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপাল। টানা তিনদিনের ভারী বৃষ্টির ফলে একাধিক ভয়াবহ ধস এবং নদীর জলস্তর বেড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে হিমালয়ের কোলে ঘেরা পাহাড়ি দেশটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বিভিন্ন জেলা মিলিয়ে অন্তত ২৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বহু মানুষ।

জানা যাচ্ছে, গণ্ডকী ও লুম্বিনী প্রদেশের একাধিক পাহাড়ি অঞ্চলে পরিস্থিতি ভয়াবহ। পাহাড়ের ধস ও হড়পা বানের তোড়ে শয়ে শয়ে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও সেতু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে উঠে আসা বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ধ্বংসলীলার ভয়াবহ ছবি। দেখা যাচ্ছে, কীভাবে এক নিমেষে বিশাল পাহাড়ের একাংশ কার্যত উপড়ে গিয়ে সরাসরি লোকালয়ের ওপর নেমে আসছে। আতঙ্কে দিশেহারা স্থানীয় মানুষ। ধ্বংসস্তূপ গড়িয়ে পড়ার সেই দৃশ্য নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের চরম বিপদকেই ফের তুলে ধরেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে মনাং, মায়াগদি, বাগলুং, পর্বত এবং পালপা জেলা। গণ্ডকী প্রদেশের মায়াগদিতে ৬ জন, বাগলুঙে ১০ জন এবং মনাঙে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। লুম্বিনী প্রদেশের পালপা জেলা থেকে ৫ জন এবং ধনুষা জেলার মিথিলা পৌরসভায় ধসে চাপা পড়ে ১ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। এর পাশাপাশি গণ্ডকী প্রদেশের কালী নদী, নারায়ণী ও তিনাউ নদীর জলস্তর মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে পর্বত জেলার একটি পুরো গ্রামই নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। চিতাওয়াংগামী মূল মহাসড়কে ধস নামায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিরাপত্তা বাহিনী হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে হিমালয়ের হিমলুং হিমানী বেস ক্যাম্পেও তুষারধসের কারণে পরিস্থিতি আশংকাজনক। মনাং জেলার ৭,১২৬ মিটার উঁচু শৃঙ্গের নার ফু এলাকায় পর্বতারোহী ও সহযোগীদের তাঁবু তুষারস্তূপে চাপা পড়ায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এখনও ১০ জন নিখোঁজ। নেপাল প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, এবারের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৭৪৭টি পরিবার, ধ্বংস হয়েছে প্রায় ২০০ বাড়ি এবং আশ্রয়হীন হাজার দুয়েক মানুষ।

টেলিস্কোপ
29 September, 2026 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বের বৃহত্তম দুটি বরফখণ্ড থেকে অনবরত বরফ গলে চলেছে। গত ৪৭ বছরে আন্টার্কটিকা এবং গ্রিনল্যান্ড থেকে ১২ লক্ষ কোটি টনের বেশি বরফ গলে গেছে। ফলে সেই জল সমুদ্রে মিশে বাড়ছে জলস্তর। তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে 'সায়েন্টিফিক ডেটা' শীর্ষক একটি জার্নালে

বনের মানুষেরা

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে বিশ্বের বিরলতম প্রজাতি টাপানুলি ওরাংওটাং। এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণ। কেন বিশেষ এই বনমানুষ প্রজাতিটি? বনমানুষের দীর্ঘ ইতিহাসই বা কী? লিখলেন **স্মৃতি ভৌমিক**

প্রকৃতি কখনও জীবন দেয়, কখনও আবার মুহূর্তের মধ্যে কেড়ে নেয় অস্তিত্বের শেষ আশাটুকুও। ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রার গভীর অরণ্যে ঠিক এমনই এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী হল বিশ্ব। বিগত বছরের শেষে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট তীব্র বন্যা ও ভূমিধসে বিশ্বের বিরলতম প্রজাতি টাপানুলি ওরাংওটাংয়ের প্রায় ৭ শতাংশ বা অন্তত ৫৮টি প্রাণীর মৃত্যু হল। ২০২৬ সালের কয়েক মাস আগে প্রকাশিত এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে আসে। যে প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর লড়াই করে চলেছেন, সেই প্রাণীর অস্তিত্বই আজ প্রশ্নের মুখে। প্রকৃতির এই নির্মম আঘাত যেন শুধু একটি প্রজাতির নয়, সমগ্র জীববৈচিত্র্যের জন্য এক ভয়াবহ সতর্কবার্তা।

বনমানুষের দীর্ঘ ইতিহাস

ওরাংওটাং পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গ্রেট এপ বা বৃহৎ বনমানুষ। বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের সঙ্গে এদের জিনগত মিল প্রায় ৯৭ শতাংশ। 'ওরাংওটাং' শব্দটি এসেছে মালয় ভাষা থেকে, যার অর্থ 'বনের মানুষ'। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘন বর্ষাবনে এদের বসবাস। একসময় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বিস্তীর্ণ অরণ্যে অসংখ্য ওরাংওটাং দেখা যেত। কিন্তু বন উজাড়, কৃষিজমি সম্প্রসারণ, অবৈধ শিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাদের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীতে তিনটি স্বীকৃত ওরাংওটাং প্রজাতি রয়েছে—বোর্নিয়ান, সুমাত্রান এবং টাপানুলি। এর মধ্যে টাপানুলি ওরাংওটাং সবচেয়ে বিরল এবং সবচেয়ে বেশি বিপন্ন।

কেন বিশেষ টাপানুলি ওরাংওটাং

২০১৭ সালে বিজ্ঞানীরা টাপানুলি ওরাংওটাংকে পৃথক প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এই প্রজাতির বাসস্থান অত্যন্ত সীমিত— ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রার বাটাং তোরু অরণ্য। এদের শরীরের গঠন, মুখমণ্ডলের আকৃতি, দাঁতের বৈশিষ্ট্য এবং ডাক অন্যান্য ওরাংওটাং থেকে আলাদা। সাধারণত তারা গাছের মগডালেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটায়। ফল, পাতা, বাকল, ফুল ও বিভিন্ন বীজ তাদের প্রধান খাদ্য। আরও বিস্ময়ের বিষয়, একটি মা ওরাংওটাং তার সন্তানকে সাত থেকে আট বছর পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে বড় করে তোলে। প্রাণীজগতের মধ্যে এটি সবচেয়ে দীর্ঘ মাতৃত্বকালগুলোর একটি। এই ধীর প্রজনন হারই তাদের বিলুপ্তির ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতির নির্মম আঘাত

ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রায় টানা ভয়াবহ বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ে পাহাড়ি এলাকায় একের পর এক ভূমিধস নেমে আসে। মুহূর্তের মধ্যে ধসে পড়ে অরণ্যের বিশাল অংশ। গাছ উপড়ে যায়, পাহাড় ভেঙে পড়ে এবং কাদামাটির নিচে চাপা পড়ে অসংখ্য বন্যপ্রাণী। উদ্ধারকারী দল যখন দুর্গম এলাকায় পৌঁছায়, তখন তাদের সামনে ভেসে ওঠে এক বিভীষিকাময় দৃশ্য। বিশালাকৃতির ওরাংওটাংগুলোর নিথর দেহ কাদা ও গাছের গুঁড়ির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে। অনেকের শরীর ক্ষতবিক্ষত। প্রাণীবিদদের ভাষায়, এমন দৃশ্য তাঁরা আগে খুব কমই দেখেছেন।

ক্ষতিপূরণ অসম্ভব

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৮০০টি টাপানুলি ওরাংওটাং অবশিষ্ট রয়েছে। সাম্প্রতিক এই দুর্যোগে অন্তত ৫৮টি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের মোট টাপানুলি ওরাংওটাংয়ের প্রায় ৭ শতাংশ এক ধাক্কায় হারিয়ে গেল। একটি সুস্থ বন্যপ্রাণী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমন ক্ষতি পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ টাপানুলি ওরাংওটাং খুব ধীরে বংশবৃদ্ধি করে। একটি মা বহু বছর পরপর মাত্র একটি সন্তানের জন্ম দেয়। ফলে যে সংখ্যক প্রাণী হারিয়ে গেছে, তা পূরণ করতে কয়েক দশক পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

শুধুই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বিপর্যয়ের জন্য শুধু বৃষ্টি দায়ী নয়। বহু বছর ধরে বন উজাড়, খনি প্রকল্প, রাস্তা নির্মাণ এবং মানুষের অনুপ্রবেশের কারণে অরণ্যের স্বাভাবিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে প্রবল বৃষ্টির সময় ভূমিধসের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম আবহাওয়ার ঘটনাও আগের তুলনায় অনেক বেশি ঘন ঘন ঘটছে। কখনও দীর্ঘ খরা, কখনও অতিবৃষ্টি— এই অনিয়মিত আবহাওয়া বনের প্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

কেন তাদের সংরক্ষণ জরুরি

ওরাংওটাং শুধু একটি প্রাণীর নাম নয়; তারা পুরো অরণ্যের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। ফল খাওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে তারা নতুন গাছ জন্মাতে সাহায্য করে। তাই বিজ্ঞানীরা তাদের 'বনের উদ্যানপালক' বলেও অভিহিত করেন। যদি ওরাংওটাং হারিয়ে যায়, তবে বন পুনর্জন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর প্রভাব পড়বে অসংখ্য উদ্ভিদ, পাখি, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রাণীর ওপর। অর্থাৎ একটি প্রজাতির বিলুপ্তি পুরো বাস্তুতন্ত্রকে দুর্বল করে দিতে পারে।

এখনও কি আশা আছে

বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনও সময় পুরোপুরি ফুরিয়ে যায়নি। টাপানুলি ওরাংওটাংকে বাঁচাতে দ্রুত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বন সংরক্ষণ, অবৈধ বন উজাড় বন্ধ, বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। স্থানীয় মানুষদেরও সংরক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত করা জরুরি। কারণ প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারলেই রক্ষা পাবে এই বিরল বনমানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টিকে থাকবে পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর প্রাণী। আজ যদি আমরা অরণ্যকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হই, তবে আগামী দিনে টাপানুলি ওরাংওটাং হয়তো শুধু ইতিহাসের পাতায় কিংবা জাদুঘরের ছবিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন একটাই— আমরা কি এখনও সময় থাকতে পৃথিবীর এই অমূল্য 'বনের মানুষ'কে বাঁচাতে পারব?

আইএসলের জন্য তৈরি হচ্ছেন মাধি তালাল।

মাঠে ময়দানে

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

রাঁচির বাগানবাড়িতে স্ত্রী সাক্ষীর সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিধ্বংসী সেঞ্চুরির পর প্রোটিয়া ব্যাটার ডেভিড মিলার।

দুরন্ত গোলের পর মেসিকে নিয়ে উল্লাস সতীর্থদের। তবু হার মায়ামির।

কেরলের দুই তারকা, কিংবদন্তি পিটি উষার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জয়ের পর ড্রেসিংরুমে শুভমন ও বিরাট।

রোনাল্ডোহীন পর্তুগালের দুরন্ত জয়, উচ্ছ্বাস রামোসদের।

এশিয়ান গেমসে রুপো জয়ের পর এষা সিং।

মাঠে ময়দানে

29 September, 2026 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমরা আসছি, ভারতীয় সমর্থকদের জন্য ভিডিও বার্তা এবার এনড্রিকেরও

বৃষ্টিতে বাতিল ম্যাচ, সেমিফাইনালে ভারত

আইচি-নাগোয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। ভারত আফগানিস্তান ম্যাচে মাঠে বলই পড়ল না বৃষ্টিতে। তাতে ভারত অবশ্য এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠে গেল। আর বিদায় নিল আফগানিস্তান।

আগেরদিন শ্রেয়স আইয়াররা ভাল করে গা ঘামাতে পারেননি বৃষ্টিতে। তারপর এদিন খেলাই হল না সকালের প্রবল বৃষ্টিতে। আম্পায়াররা শেষমেশ খেলা বাতিল ঘোষণা করে দেন। এদিন একই অবস্থা হয়েছে পাকিস্তান-হংকং ম্যাচেও। সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় বৃষ্টি। তবে হংকংয়ের থেকে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে উঁচুতে থাকায় পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠেছে।

আইচির প্রিফেকচারাল গ্রাউন্ডে টানা বৃষ্টির জন্য মাঠ খেলার অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। ঘটনাচক্রে আগের এশিয়াডের ফাইনালে ভারত ও আফগানিস্তান ম্যাচে এভাবেই বাতিল হয়েছিল বৃষ্টিতে। তাতে সোনা পেয়েছিল ভারতই। এবার সেমিফাইনালে শ্রেয়সরা শ্রীলঙ্কা না নেপাল কার বিরুদ্ধে খেলবেন সেটা ঠিক হবে ম্যাচের পর। কিন্তু তাতেও বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে শেষ চারে উঠে যাবে শ্রীলঙ্কা।

বৃষ্টিতে খেলা হল না। শ্রেয়স, লক্ষ্মণ সহ ভারতীয় দলের সঙ্গে পিটি ঊষা।

জাপানে আসার পর থেকে ভারতীয় দল শুধু বৃষ্টিই দেখে যাচ্ছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ ওভার কমে হয়েছিল পাঁচ ওভারের। তারপর সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে নামার কথা ছিল শ্রেয়সদের। বাদ সাধল বৃষ্টি।

অত্যন্ত শক্তিশালী দল নিয়ে এশিয়াডে এসেছে ভারত। শ্রেয়সের দলে রয়েছেন বুমরা, ঈশান, বরুণ, তিলক, বৈভবের মতো ক্রিকেটাররা। কোচ হিসাবে পাশে আছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। হাংঝাউয়ের সোনা নিজেদের দখলে রেখে দেওয়ার জন্যই সেরা দলকে পাঠিয়েছে বিসিসিআই।

ভারতের মেয়েরা আগেই এবার সোনা জিতে নিয়েছে। স্মৃতিরা ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছেন। শ্রেয়সরাও যদি বাকি দুই ম্যাচ জিততে পারেন তাহলে ক্রিকেটে জোড়া সোনা হবে ভারতের।

শহরে এলেন রায়ানরা

প্রতিবেদন: ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের ফিফা আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। বিশ্বকাপ খেলে আসা পানামাকে আটকে দিয়ে সোমবার দুপুরে কলকাতায় চলে এল খালিদ জামিলের ভারত। রায়ান উইলিয়ামস, আনোয়ার আলি, গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা শহরে পৌঁছে গেলেও এখনও সেই উন্মাদনা চোখে পড়েনি। আসলে ব্রাজিলের শহরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

ভারতীয় দল উঠেছে রাজারহাটের হোটেলে। শহরে পৌঁছে সোমবার হোটেলেই সময় কাটিয়েছেন রায়ান, সাহাল আব্দুল সামাদরা। মঙ্গলবার বিকেলে ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে অনুশীলন করবেন আনোয়াররা। পানামার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ড্র করে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ভারতীয় দল। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জীবনের স্মরণীয় ম্যাচ খেলতে নামছেন দলের কোচ এবং ফুটবলাররা। আনোয়াররা প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করেও সাহসী ফুটবল খেলতে চান।

কলকাতায় চলে এলেন রায়ান, আনোয়াররা। সোমবার।

ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহারা বুধবার গভীর রাতে ১ অক্টোবর শহরে পা রাখবেন। বাইপাসের ধারে একটি পাঁচতারা হোটেলে থাকবে ব্রাজিল দল। কার্লো আনচেলোত্তির দল যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে অনুশীলন করবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার প্রস্তুতি সেরে শনিবার যুবভারতীতে ভারতের মুখোমুখি হবে সেলেকাওরা।

কার্লো আনচেলোত্তি ও মার্কুইনহোসের পর এবার শহরের ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দেশে ভিডিও বার্তা দিলেন এনড্রিক। তরুণ ব্রাজিলীয় তারকা বলেছেন, নমস্কার, নমস্তে, কলকাতা, আমরা ভারতে এসে সেখানকার মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আলাদিন-কাঁটা মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : এক ম্যাচ হাতে রেখে আগেই আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে দুই প্রধান। মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে নিজেদের মাঠে মোহনবাগান নামছে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। এই চার দলই সেমিফাইনাল খেলবে। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও সেমিফাইনালের আগে জয়ের ছন্দ ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ মোহনবাগানের কাছে। আলবার্তো রডরিগেজদের চিন্তা একজনই, তিনি মরোক্কান স্ট্রাইকার আলাদিন আজেরাই। বরাবর তিনি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠেন।

বাগানে প্রস্তুতিতে জেমি, ছাংতেরা।

আলাদিন-কাঁটা উপড়ে ফেলাই চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে মোহনবাগানের সামনে। জেমি ম্যাকলারেনদের কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিসের জন্মদিন ছিল সোমবার। মাঠেই তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। কিন্তু সব ভুলে নর্থইস্ট-বধের নীল নকশা তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন পানোস। বাঁ-প্রান্তে ভয়ঙ্কর আলাদিনকে আটকাতে বাগানের গ্রিক কোচের অস্ত্র হতে পারেন বসনিয়ান মিডফিল্ডার সামির জেলকোভিচ। তাঁকে গত কয়েকদিন ডান দিকে খেলিয়ে টিম কম্বিনেশন তৈরির চেষ্টা করেছেন মোহনবাগান কোচ। মাঝমাঠে প্লে-মেকারের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে ব্রাজিলীয় মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে। যিনি রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণেও সাহায্য করবেন। প্রথম ম্যাচে সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেকেই গোল করে নজর কাড়া স্কটিশ স্ট্রাইকার লি এরউইন আপফ্রন্টে শুরু করেন কি না, সেটাও দেখার।

নজরে লুকাস, শিল্ডে বিদেশি ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : আইএফএ শিল্ডে সেমিফাইনালের মহড়ায় বুধবার নিজেদের মাঠে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচে চার বা পাঁচ বিদেশি নিয়ে খেলার ভাবনা রয়েছে দলের। সিনিয়র দলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনে ফেডারেশনের মাঠে অনুশীলনে পাঞ্জাব ম্যাচের টিম কম্বিনেশন চূড়ান্ত করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। সেমিফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলতে হতে পারে। তাই পাঞ্জাব ম্যাচেই তার মহড়া সেরে নিতে পারেন হাবাস। এই ম্যাচে বেঞ্চে হাবাস নাকি বিনো জর্জ বসবেন, তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে বিদেশি খেলানো হলেও কলকাতা লিগের দল থেকে আকাশ হেমব্রম, মহম্মদ বিলালরাও থাকছেন হাবাসের অঙ্কে। সোমবারই শহরে চলেন পোলিশ স্ট্রাইকার লুকাস জোলিনস্কি। তাঁকে মঙ্গলবার অনুশীলনে দেখবেন হাবাস। মাঠ নিয়ে সমস্যায় থাকা মোহনবাগান অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কিশোরভারতীতে অনুশীলন করতে পারে।

দলে অভিষেক

প্রতিবেদন : অভিষেক পোড়েলকে রেখেই দল ঘোষণা করল বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। তবে প্রস্তুতি ম্যাচের এই ১৬ সদস্যের সিনিয়র দলে নেই মহম্মদ শামি। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গুয়াহাটিতে ম্যাচ খেলবে বাংলা।

দায়িত্বে বুন

মেলবোর্ন, ২৮ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডে আসতে চলেছেন ডেভিড বুন। অন্তবর্তী চেয়ারম্যান ও পরিচালক পদের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। দেশের হয়ে ১০৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলা বুন আগে থেকেই বোর্ডের প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ফিরলেন রাবাডা

জোহানেসবার্গ, ২৮ সেপ্টেম্বর : চোট সারিয়ে ফিরলেন কাগিসো রাবাডা। ৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে এই তারকা পেসারকে স্কোয়াডে ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা।

ম্যাজিক গোলেও হার মেসির দলের

কলম্বাস, ২৮ সেপ্টেম্বর: ইন্টার মায়ামি হেরে গেল। আর সেটা লিয়োনেল মেসি অসাধারণ ফ্রি কিকে গোল করার পরও।

চলতি মরশুমে মেসির এটা ২১তম গোল। বাঁকানো ফ্রি কিকে তিনি গোল শোধ করেছিলেন। কলম্বাস ক্রু তার আগে গোল করে ফেলেছিল। গোল করেছিলেন জোসেফ মার্টিনেজ। এর ফলে মায়ামি অ্যাওয়ে ম্যাচে ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মেসি ফ্রিকিক পাওয়া মানেই বিপক্ষের বিপদ। সেটাই হয়েছে।

অসাধারণ গোল, তবু হার। হতাশ মেসি।

মেসি আরও একটি গোল প্রায় করে ফেলেছিলেন। প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক প্যাট্রিক পরাস্ত হলেও রেফারি সেই গোল নাকচ করে দেন অফসাইডের জন্য। শেষপর্যন্ত ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে ইনজুরি টাইমে। যা মায়ামি গোলরক্ষক রোকো রিওস নভোর জন্য। তাঁর হাত থেকে বল বেরিয়ে গিয়েছিল। ব্রায়ান মেন্দেজের শট ছিল সেটা। সেই বল ধরে জয়সূচক গোল করে যান সেনেগালের জামাল থিয়ার।

লিগে আর ৭ ম্যাচ বাকি। শীর্ষে থাকা ন্যাশভিলের থেকে ১৪ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে ইন্টার মায়ামি। ফলে তারা এখন খুব কঠিন জায়গায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

29 September, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

হোটেলের সামনে বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন রোহিত শর্মা। তবে কপাল ভাল তাঁর কোনও চোট লাগেনি

ফের রুপো গুলবীরের, লং জ্যাম্পে শ্রীশঙ্করেরও

নাগোয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : পদকের ধারা অব্যাহত ভারতের। এশিয়ান গেমসের দশম দিনের শুরুতেই জোড়া পদক পেল ভারত। শুটিংয়ে রুপো জিতলেন এষা সিং। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে অনবদ্য লড়াই করে পদক ছিনিয়ে নেন ২১ বছর বয়সী এই ভারতীয় শুটার। একটা সময় পিছিয়ে ৪ নম্বরে নেমে গিয়ে পদক হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলেও ঠান্ডা মাথায় তার মোকাবিলা করে প্রত্যাবর্তন করেন এষা। তিনি উত্তর কোরিয়ার প্রতিপক্ষ কিম হিয়ন সুকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। প্রথমে ৩৪-৩৪ স্কোরে টাই হয়। তারপর টানা তিনবার শুট-অফ। আর তৃতীয় শুট-অফে ৩-২ ব্যবধানে জিতে রুপো পান এষা। এর আগে ১০ মিটারের ইভেন্টে হতাশ করলেও এবার আর খালি হাতে ফিরতে হয়নি তাঁকে। মহিলাদের ২৫ মিটারের ইভেন্টে অতীতেও সাফল্য পেয়েছেন তিনি। তবে হতাশ করেছেন মনু ভাকর।

পাশাপাশি, কুরাশে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের পিঙ্কি বলহারা। তিনি মহিলাদের ৭৮ কেজির বিভাগে সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী মো সুমিনের কাছে ৫-০ ব্যবধানে হেরে যান। তাই রুপো হাতছাড়া করে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল পিঙ্কিকে। এর আগে

এই লাফেই রুপো পেলেন শ্রীশঙ্কর। সোমবার নাগোয়াতে।

২০১৮ সালের এশিয়ান গেমসেও রুপো জেতেন তিনি। মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫৪.৭৫ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে ভারতের হয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন ভিথ্যা রামরাজ। ৪২ বছর আগে পিটি উষার ৫৫.৪২ মিনিটে দৌড় শেষ করার রেকর্ড ভেঙে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়লেন বিত্যা। ছেলেদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে ফের রুপো জয় করেছেন গুলবীর সিং এবং মেয়েদের ১৫০০ মিটারে ব্রোঞ্জ পারুল চৌধুরির। ছেলেদের লং-জাম্পে রুপো পেয়েছেন শ্রীশঙ্কর মুরালি এবং জ্যাভলিন থ্রো-তেও এসেছে জোড়া পদক। জশবীর সিং জেতেন রুপো, রোহিত যাদব পেয়েছেন ব্রোঞ্জ।

এছাড়া বক্সিংয়ে পদক নিশ্চিত করেছেন লাভলিনা বরগোহাঁই এবং প্রিয়া ঘাংঘাস। মহিলাদের ৭৫ কেজির বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার সেওং সুয়েওয়নকে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করেন লাভলিনা। পুরুষদের ৯০ কেজির বিভাগে পদক নিশ্চিত করেছেন কপিল পোখারিয়া। আর স্কোয়াশে মহিলাদের দলগত ইভেন্টে আয়োজক জাপানকে ২-১ ব্যবধানে পরাস্ত করেছে ভারত। ছেলেরাও দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গিয়েছে। ভারত এখন পদকে ১২ নম্বরে। এদিকে, লং জ্যাম্পে শৈলী সিংয়ের লাফের পরিমাপ নিতে গন্ডগোল হয়ে তাঁর সোনা হাতছাড়া হয়েছে, এই অভিযোগ করা হল।

হ্যাটট্রিকের পর অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। সোমবার বাংলাদেশ ম্যাচে।

বাংলাদেশকে ১০ গোল দিল ভারত

নাগোয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : চেনা মেজাজেই দেখা গেল ভারতীয় হকি দলকে। পুল-এ-র শেষ ম্যাচে তারা প্রতিপক্ষ বাংলাদেশকে ১০-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল। সেমিফাইনালের টিকিটটা আগেই চূড়ান্ত করে ফেলেছিল ভারত। তাই এদিনের ম্যাচটা খানিকটা নিয়মরক্ষার ছিল টিম ইন্ডিয়ার কাছে। কিন্তু তাও বাংলাদেশকে একইঞ্চিও জায়গা ছাড়েননি মনপ্রীত, অভিষেকরা। দুরন্ত হ্যাটট্রিক তকেন হরমনপ্রীত। ম্যাচের ৩ মিনিটের মাথাতেই হরমনপ্রীতের বাড়ানো পাস থেকে ভারতকে এগিয়ে দেন অভিষেক। প্রথম কোয়ার্টারে আর গোল না পেলেও ২২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন যুগরাজ সিং। মিনিট চারেক পরই স্কোরশিটে নাম লেখান হরমনপ্রীত। ৩২ মিনিটে ৪-০ করেন সুখজিত সিং। ৪০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পঞ্চম গোল করেন হরমনপ্রীত। এরপর ৪৪ মিনিটে লাকরার ষষ্ঠ গোল করেন। এক মিনিট পরই জোড়া গোলের দেখা পায় মেন ইন ব্লু। পেনাল্টি কর্নার থেকে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন হরমনপ্রীত, তার কয়েক সেকেন্ড পরই নিজের দ্বিতীয় গোল করেন লাকরা। শেষ কোয়ার্টারের শেষ মুহূর্তে গোল করেন সঞ্জয় ও মনদীপ সিং। সেমি ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ হল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান।

রোনাল্ডোকে প্রয়োজন পড়েনি, ব্যাখ্যা কোচের

১৮ বছর পর পুরো ম্যাচ বেঞ্চে

এই লাফেই রুপো পেলেন শ্রীশঙ্কর। সোমবার নাগোয়াতে।

ওসলো, ২৮ সেপ্টেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে পর্তুগালের প্রথম একাদশে না দেখা এখন আর বড় ঘটনা নয়। কিন্তু নরওয়ের বিরুদ্ধে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার পরেও পুরো ৯০ মিনিটে কিছু সময়ের জন্যও তাঁকে মাঠে না নামানো? ১৮ বছর পর আবার এমনটা দেখল পর্তুগাল। শেষ পর্যন্ত পুরো ম্যাচই বেঞ্চে কাটিয়েছেন রোনাল্ডো। তাঁকে ছাড়াই পর্তুগাল জিতেছে ২-১ গোলে। জয়সূচক গোলটি করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকার জায়গায় খেলা গনসালো রামোস।

ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পরই সতীর্থ বা সমর্থকদের কাছে না গিয়ে সোজা টানেল দিয়ে বেরিয়ে যান রোনাল্ডো। তাঁকে না নামানোর ব্যাখ্যা দিয়ে কোচ জর্জ জেসুস বলেছেন, শেষ আধ ঘণ্টায় ক্রিসকে (রোনাল্ডো) নামানোর বিষয়ে আমাদের কথা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী তার আর প্রয়োজন পড়েনি। রামোস ভাল খেলছিল। সে একটি গোলও করেছিল এবং আর একটি গোল বাতিল হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল রামোসকে তুলে নেওয়ার জন্য এটি সঠিক সময় নয়। পুরো ম্যাচ খেলার মতো শারীরিক সক্ষমতা তার ছিল।

রোনাল্ডোদের কোচের আরও বক্তব্য, এটি ছিল একটি ট্যাকটিক্যাল সিদ্ধান্ত। আমার ভিন্ন বৈশিষ্টের একজন খেলোয়াড় প্রয়োজন ছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ক্রিস আর কোনও বিকল্প নয়। বরং বিষয়টি ঠিক তার উল্টো। হয়তো ডেনমার্কের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচেই সে খেলবে।

আরও একটি বিশ্বকাপ জিতল স্পেন

লোদজ, ২৮ সেপ্টেম্বর : একটা বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর আর একটা। বয়সভিত্তিক থেকে সিনিয়র—ফিফার একের পর এক ট্রফি নিয়ে যাচ্ছে স্পেন। রবিবার রাতে উত্তর কোরিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ফিফা অনূর্ধ্ব ২০ মহিলা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লা রোজা। এই মুহূর্তে সিনিয়র ফুটবলের পুরুষ ও মহিলাদের বিশ্বকাপ এবং বয়সভিত্তিক ফুটবলের সর্বোচ্চ টুর্নামেন্টের শিরোপা—সবই স্পেনের দখলে। ফাইনালের ১২০ মিনিটে কোনও দলই গোলের দেখা না পাওয়ায় ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। সেখানে স্পেনের গোলকিপার লাইয়া লোপেজের নৈপুণ্যে ৪-৩ ব্যবধানে জেতে স্পেন।

ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে স্পেনের চিন্তা ক্লান্তি

সেভিয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : নেশনস লিগে ওয়েম্বলিতে প্রথম ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন। দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জেতার পর মঙ্গলবার প্রথম ঘরের মাঠে খেলতে নামছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। সামনে এবার ক্রোয়েশিয়া। ঘরের মাঠে এই ম্যাচ জিতলে টানা ৪০ ম্যাচে অপরাজিত থেকে নিজেদের রেকর্ডকেই উন্নত করবে স্পেন।

সেভিয়ার মাঠে প্রস্তুতির ফাঁকে খোশমেজাজে ইয়ামালরা।

সেভিয়ার সান্তেজ পিজুয়ান স্টেডিয়ামে লামিনে ইয়ামালরা আরও একটি ম্যাচ জিতে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চান। একইসঙ্গে তবে ম্যাচের আগে কোচ লুইস ফুয়েন্তের চিন্তা বাড়িয়েছে ক্লান্তি।

দেড় সপ্তাহের মধ্যে চারটি ম্যাচ থাকায়, মঙ্গলবারের ম্যাচে কয়েকটি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে স্পেন দলে। তার উপর হাঁটুর সমস্যার কারণে ইংল্যান্ড ম্যাচের পর এরিক গার্সিয়া সরে দাঁড়িয়েছেন। কোচ ফুয়েন্তে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ডিফেন্ডার রবিন লে নরমান্ডকে দলে ডেকেছেন। এছাড়াও পরের দুই ম্যাচের কথা ভেবে রদ্রি, দানি ওলমোকেও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ২০ মিনিট খেলে নজরকাড়া পেদ্রি শুরু করতে পারেন ফাবিয়ান রুইজের জায়গায়। রদ্রির পরিবর্ত হতে পারেন মার্টিন জুবিমেন্ডি এবং ওলমোর জায়গায় খেলতে পারেন ফার্মিন লোপেজ অথবা মিকেল মোরিনো।

মাঠে ময়দানে
29 September, 2026 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইজরায়েলের ফুটবলারদের সঙ্গে হাত মেলালেন না আইরিশ ফুটবলাররা। নেশনস লিগে ভারত-পাক ছায়া

গুয়াহাটিতেও আট ব্যাটার, বিরাট নিয়ে উচ্ছ্বসিত শুভমন

তিরুবনন্তপুরমে খেলার পর শুভমনের সঙ্গে এভাবেই খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে বিরাটকে।

গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর : তিরুবনন্তপুরম থেকে গুয়াহাটি। গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়াম থেকে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম। আর যাই হোক না কেন আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। তিরুবনন্তপুরমের ওই গরম অন্তত গুয়াহাটিতে থাকবে না। উত্তর-পূর্ব ভারতে সেপ্টেম্বরের শেষে এখন মনোরম আবহাওয়া।

শুভমন গিলদের জন্য আরও স্বস্তির ব্যাপার হল এখানে তাঁরা সিরিজে ১-০ এগিয়ে থেকে নামতে পারবেন। বুধবার ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। এজন্য দুটি দলই গুয়াহাটি পৌঁছে গিয়েছে। ভারতের থেকেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের চাপ এখানে বেশি। আবার হার মানে সিরিজ হাতছাড়া হওয়া।

প্রশ্ন ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে। এখানেও কি শুভমনেরা আটজন ব্যাটার নিয়ে নামবেন? রবিবার ম্যাচের পর যা নিয়ে শুভমন বলেন, আমরা আট নম্বর পর্যন্ত ব্যাটার চাইছি। যে কিনা দলকে ২৫ রান দিয়ে যেতে পারবে। আমরা আসলে নানারকম কম্বিনেশন দেখতে চাইছি। হিসেব করে দেখেছি বিশ্বকাপের আগে আর গোটা কুড়ি ম্যাচ পাব আমরা।

প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতলেও শুভমন অখুশি নিজেকে নিয়ে। তিনি বলেছেন, আমার উচিত ছিল ম্যাচ শেষ করে আসা। তবে এই ইনিংস আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। তিনি ১০৮ বল খেলে ১১০ রান করেছেন। প্রথম বল থেকে ভারত অধিনায়ক ছন্দে ছিলেন। ফ্রন্ট ফুটে চমৎকার কিছু শট নিয়েছেন।

পাঞ্জাবের নমন ধীর প্রথম ম্যাচে খেললেও পাঁচ ওভার বল করা ছাড়া কিছু করেননি। তিনি গুয়াহাটিতেও সম্ভবত সুযোগ পাবেন। কোচ গম্ভীর বিশ্বকাপের আগে নিজেদের রিজার্ভ বেঞ্চকে তৈরি রাখতে চাইছেন। তাই গুরনুর ব্রার, আকিব নবি, নমনদের দেখে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়া সমস্যা বাড়িয়েছেন।

এদিকে, শুভমনের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে বিসিসিআই। তাতে তিনি বলেছেন, পাজির (বিরাট) সঙ্গে ব্যাট করার মজাই আলাদা। কখনও ভাবিনি ওর ১৫ হাজার ওডিআই রানের সময় আমি পাশে থাকব। ওকে দেখেই বড় হয়েছি। অনেক স্মৃতি। আশা করি বিরাট ভাই এমন আরও মুহূর্ত উপহার দেবে।

রান নয়, দলকে জেতানোই আসল

দাবি তৃপ্ত বিরাটের

তিরবন্তপুরম, ২৮ সেপ্টেম্বর : বয়সের সঙ্গে যে ব্যাটিংয়ের ঝলকানিও বাড়ছে! রবিবার তিরবন্তপুরমে ৩৭ বছরের বিরাট কোহলির ৮৮ বলে ১৩৯ রানের অনবদ্য ইনিংস এবং ১৫ হাজার রানের গণ্ডি টপকানো সেই বার্তাই দিয়েছে। রেকর্ডের ঝুলি তাঁর পরিপূর্ণ বললেই চলে। কিন্তু শুধুমাত্র রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে এতদিন ফর্ম ধরে খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমনটাই মনে করেন বিরাট। তিনি বলেন, ১৫ হাজার সংখ্যাটা অবশ্যই একটা বড় রান এবং রেকর্ড। কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যা বা রানের ওপর ভিত্তি করেই দীর্ঘতম কেরিয়ার টিকিয়ে রাখা যায় না। আমার কাছে রান বা সংখ্যা নয়, কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে জেতানোই হল আসল লক্ষ্য। বছরের পর বছর ধরে আমি এটাই করার চেষ্টা করে আসছি। দলকে জেতানোর লক্ষ্য থাকলে তবেই এতদিন ধরে খেলে যাওয়া সম্ভব। দীর্ঘ সময় ধরে এটা ধরে রাখতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করি।

পাশাপাশি, অধিনায়ক শুভমন গিলেরও প্রশংসা করেন কিং কোহলি। তাঁর মতে, শুভমন খুবই ভালো ছেলে, ২০১৯ সালে অভিষেক হওয়ার সময় থেকেই ওকে চিনি। আমাদের সম্পর্কটাও বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। আর ও এমনই একজন তরুণ অধিনায়ক যে ব্যাটিং করার সময় ওকে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না।

ম্যাচ শেষে একটি ভিডিওতে চ্যাট করতে দেখা গিয়েছে কোহলি ও গিলকে। সেখানে নানারকম হাসি-মজাও করেছেন তাঁরা। বিরাট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গিল জানান, এখানে বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাট করতে আমার খুবই ভালো লেগেছে। বেশ মজা করে ব্যাটিং করেছি আমরা। তিরবন্তপুরমে আমি ওর সঙ্গে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করেছি। আর দুবারই আমরা ১০০ রানের পার্টনারশিপ গড়েছি এবং সেঞ্চুরি পেয়েছি। আমি ছোটবেলায় কখনও ভাবিনি যে বিরাট ভাই যখন ১৫ হাজার রান পূর্ণ করবেন তখন ওর পাশে থাকতে পারব। এই যাত্রাটা অসাধারণ ছিল, আশা করি এইরকম আরও মুহূর্ত ভাগ করে নিতে পারব।

দুঃসময় অব্যাহত, জার্মানিকে হারাল গ্রিসও

অগসবার্গ, ২৮ সেপ্টেম্বর : জুরগেন ক্লপের জার্মানি খারাপ সময়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না। নেশনস লিগে এবার তারা হেরে গেল গ্রিসের কাছে। খেলার ফল ১-০। এর ফলে টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচে এখনও জয়ের দেখা পায়নি জার্মানি।

চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এই হারকে অঘটনই বলতে হবে। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ১২ নম্বর জায়গায় থাকা জার্মানির বিরুদ্ধে গ্রিসের এটা প্রথম জয়। কোচ ক্লপ এই ম্যাচে দলে পাঁচটি পরিবর্তন করেছিলেন। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ড্র করে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন কিনা কে জানে! কিন্তু সেট টিমকে এতবার ভাঙলে তার প্রভাব খেলার উপর পড়ে। ম্যাচে সেটাই হয়েছে।

ফেবারিট হিসাবে নেমে জার্মানি প্রথম থেকেই মাঝমাঠের দখল রেখেছিল। এদিনই জার্মানির হয়ে প্রথম খেললেন বামবাসে কন্তে। ৩ মিনিটের মধ্যে তিনি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। যা ব্যর্থ হয়েছে। বার্সেলোনা তারকা করিম আদেমি জার্মানির আক্রমণের মূল মাথা ছিলেন। তাঁকে ঘিরেই সব আক্রমণ তৈরি হয়েছে। তিনিও গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

যার ফলে প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে ক্লপ গোলের খোঁজে বেশি লোককে উপরে পাঠিয়েছিলেন। গ্রিস সেই সুযোগে পাল্টা আক্রমণ শানাতে শুরু করে। ৭৩ মিনিটে ক্রিস্টোস জোলিস প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। তখন গোল না হলেও ৭৪ মিনিটে সেই কাজটা করে ফেলেন ডিমিত্রিওস কুরবেলিস। জার্মানি অতঃপর গোল শোধের চেষ্টা চালিয়েও সফল হয়নি। বরং গ্রিস এই লিড ধরে রেখে শুধু অঘটন ঘটায়নি, নেশনস লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে।

বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ব্যর্থ জার্মানির ঘুরে দাঁড়াতে ভরসা ছিল নেশনস লিগ। কিন্তু নেদারল্যান্ডস ম্যাচে শেষমুহূর্তে গোল খেয়ে যাওয়ার পর ঘরের মাঠে এবার তাদের হারতে হল। গ্রিস বরং জার্মানির কাছে টানা চার ম্যাচে হারার পর শুধু ঘুরে দাঁড়ায়নি, গ্রুপে দুটি জয় নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। জার্মানি এবার পরের ম্যাচে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। সেই ম্যাচে না জিতলে কপালে দুঃখ আছে ক্লপের।

এদিকে, নেশনস লিগের অন্য ম্যাচে নেদারল্যান্ডস ২-১ গোলে হারিয়েছে সার্বিয়াকে। বেলগ্রেডের এই ম্যাচ দিয়ে জাভি হার্নান্দেজের ডাচ কোচ হিসাবে যাত্রা শুরু হল। পেনাল্টি থেকে গোল করে নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে দিয়েছিলেন স্ট্রাইকার মিরডিঙ্ক। সেই গোল শোধ করে দেন সার্বিয়ার লুকা জোভিচ। পরে ডাচদের হয়ে আরও একটি গোল করে জয় নিশ্চিত করেন মিরডিঙ্ক।

গোলের পর ডিমিত্রিওসকে নিয়ে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস। এই গোলেই জার্মানিকে হারিয়েছে গ্রিস।